মাসিক

৬৫ পঃ

মাঘ সংখ্যা

॥ পত্রিকা পরিচয় ॥

'বার্ষিক পরিষদ্' কর্তৃক প্রকাশিত এই পত্রিকাটি পর্যটন তথা ভারতীয় ইতিহাস শিল্প-কলা কৃষ্টি দর্শন ভাবধারা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক রচনার বাহক। মূলতঃ পর্যটন-ভিত্তিক নিবন্ধাদির প্রকাশ এবং সাধারণ পর্যটকদের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রচারই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য।

বিভাগ সমূহ :

ভ্রমণ-কাহিনী : সত্য-নিষ্ঠ ভ্রমণ কাহিনী এই বিভাগে প্রকাশিত হয়।

পথ-নির্দেশ : ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থান ও দ্রষ্টব্যের পরিচিতি নিয়মিতভাবে এই বিভাগে প্রচারিত হয়।

অবিস্মরণীয় : স্মরণীয় ঘটনা, স্থান, পাত্র, সৌধ, স্মারকাদি বিষয়ক রচনায় সমৃদ্ধ এই বিভাগ।

রম্য-রচনা : এই বিভাগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শনাদি ভিত্তিক রচনা তথা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের পুনরাবৃত্তি প্রকাশিত হয়।

ভ্রাম্যমাণের চিঠি : ভারতের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান হ'তে আমাদের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি প্রেরিত বার্তা এই বিভাগে পরিবেশিত হয়।

বিচিত্রা : নানা বিষয়ের লঘু-রচনা প্রকাশিত হয় এই বিভাগটিতে।

সম্পাদক বরাবর : এই বিভাগে পাঠক-পাঠিকাদের চিঠি-পত্র পরিবেশিত হয়।

প্রচার সচিব :
শ্রী প্রশান্ত কুমার গুপ্ত

কর্ম-সচিব :
শ্রী বটকৃষ্ণ ঘোষ
ও
শ্রী সমরেন্দ্র নাথ গুপ্ত

বিভাগীয় সম্পাদিকা :
শ্রীমতী শুভ্রা বসু

সম্পাদক :
শ্রী বিজয় কুমার সিংহ
ও
শ্রী শ্যাম চাঁদ দে

যন্ত্রিক

প্রথম বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা মাঘ ॥ ১৩৮০ বঙ্গাব্দ

: এই সংখ্যায় আছে :

সম্পাদকীয়— ৫০

ভ্রমণ কাহিনী :

সাঁতরা স্থাপিতে লিঙ্গে ॥ শ্রীমতী শুভ্রা বসু ৫১

পথ-নির্দেশ :

যদি যেতে চান ॥ বিভাগীয় সম্পাদিকা ৫৫

আমাদের পথ নির্দেশের

একটি দৃষ্টান্ত ॥ বিভাগীয় সম্পাদিকা ৫৭

অবিস্মরণীয় :

একটি সমাধির কথা ॥ শ্রীচন্দ্রশেখর ৬০

রম্য-রচনা :

মানুষের ভিতরে পশু ধর্ম ॥ শ্রী শ্যামচাঁদ দে ৬২

ভারতের মন্দির ॥ বিভাগীয় সম্পাদিকা ৬৪

বিচিত্রা :

বিজ্ঞাপন বিচিত্রা ॥ শ্রী কমল বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৮

ভ্রাম্যমাণের চিঠি :

আহমদাবাদ ॥ আমাদের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি ৭১

রম্য-রচনা :

রাজতরঙ্গিণী ॥ কলহন্ ৭৩

সম্পাদক দায়ী নহেন ॥ চিঠি ৭৬

প্রচ্ছদ :

মন্দির দ্বারপাল ॥ শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

অসামান্য গ্রন্থাবলী

আশাপূর্ণা দেবীর রচনা সম্ভার

খণ্ডে খণ্ডে বাহির হইতেছে : প্রথম খণ্ড ১৫·০০

Eminent Historian Dr. R. C. Majumdar's

History of Ancient Bengal Rs. 45·00

History of Mediaeval Bengal Rs. 30·00

হিন্দুযুগের একমাত্র ঐতিহাসিক কল্‌হন বিরচিত

রাজতরঙ্গিনী মূল্য ১৬·০০

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক

বনফুলের দুইখানি অভিনব উপন্যাস

পিতামহ মূল্য ১১·০০ সপ্তর্ষি মূল্য ৭·০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্র-এর সর্বাধুনিক উপন্যাস

বড়, ছোট এবং মাঝারি মূল্য ১২·০০

জি ভরদ্বাজ অ্যাণ্ড কোং : ২২-এ কলেজ রো : কলি-৯

ক্লাসিক প্রেস-এর বই

কমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ভারত দর্শন ১ম, ২য়, ৩য়, প্রতিখণ্ড

সুরঞ্জন সেনের

খুনী তরুণী

লেক্ প্লেসে খুন

ব্ল্যাক্ মেলার

শাড়ী ও কবরী

তুরুপের তাস

সাঁড়াশির দংশে

ক্লাসিক প্রেস ৩/১ এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সম্পাদকীয়

লোক-সংযোগের একটি প্রধান উপায়—পর্যটন। বৈচিত্রময় আঞ্চলিক জলবায়ু, প্রাকৃতিক শোভা, বিভিন্ন কৃষ্টি ও ভাবধারাদি উপভোগ করবার, অনুধাবন করবার সহায়ক—পর্যটন। ঐতিহাসিক ভৌগোলিক সমীক্ষায় পর্যটন অপরিহার্য। তা ছাড়া বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক এবং আন্তর্জাতিক-মৈত্রী ও বন্ধনের ক্ষেত্রে পর্যটনের বিশেষ একটি স্থান আছে।

তাই আজ পৃথিবীর সর্বত্র পর্যটনের স্পৃহা এবং সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে তোলার বহুল চেষ্টা চলছে। মানব-স্বার্থানুকূল সকল আকর্ষণীয় প্রমোদের মধ্যে বর্তমান কালে, পর্যটনের চাহিদা ও প্রাধান্য অনস্বীকার্য। এই চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানব-মনোরাজ্যের অতি ঈপ্সিতের রূপ ধারণ করেছে পর্যটন-সাহিত্য। জিজ্ঞাসু মনের বুভুক্ষা মেটাতে পর্যটন-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ আজ সেজন্যই বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পর্যটন বিষয়ক সাময়িক পত্রিকা পর্যটন-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার একটি বিশিষ্ট মাধ্যম। কিন্তু ঐ জাতীয় পত্রিকা প্রকাশ করণের উদ্দেশ্য ও সফলতা, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। পত্রিকায় বিভাগীয় দক্ষতাই পত্রিকার উদ্দেশ্য এবং সফলতাকে পরিপূর্ণ করে—পাঠক পাঠিকার মানসিক পরিতৃপ্তি সাধন করে।

'যাত্রিক' মাসিক পত্রিকাটি উপরোক্ত সকল বিষয়ে সাফল্যের আকাঙ্খা নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। বাঙালী ও বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠক সমাজের জন্য পর্যটন-ভিত্তিক তথা বহু-উদ্দেশ্য-সাধক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের এইটিই বোধহয় সাম্প্রতিককালে একমাত্র সাধু প্রচেষ্টা।

বর্তমান সংখ্যাটি 'যাত্রিক' এর তৃতীয় সংখ্যা। পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা অভাবিতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে—উদ্দেশ্যও এগিয়ে চলেছে সফলতার দিকে।

পর্যটন সংক্রান্ত নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একটি সংস্থা —'যাত্রিক পরিষদ্' কর্তৃক এই পত্রিকাটি প্রকাশিত। 'যাত্রিক'-এর সকল বিভাগই প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতায় পূর্ণ, তাই এর উদ্দেশ্য ও সফলতায় আমরা নিঃসংশয়। পাঠক সমাজ, 'যাত্রিক' কর্তৃক উপকৃত হবেন, পরিতৃপ্ত হবেন এবং 'যাত্রিক'-কে সাদরে গ্রহণ করবেন এই আশাই আমাদের যাত্রাপথের মহান্ পাথেয়—আমাদের প্রেরণা।

শ্রী বিজয় কুমার সিংহ

• ভ্রমণ কাহিনী

সীতয়া স্থাপিতে লিঙ্গে

শ্রীমতী শুভ্রা বসু

মণ্ডপম্ থেকে সকাল সওয়া আটটার মনমধুরৈ প্যাসেঞ্জারে রামেশ্বরম্ যাওয়া স্থির হয়েছিল আমাদের।

গাড়ীটা মাত্র মনমধুরৈ পর্যন্ত গেলেও ওতে থাকে একখানা থ্রু কামরা, যা মনমধুরৈ-এ মাদ্রাজ—রামেশ্বরম্ এক্সপ্রেসের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে নিয়ে যায় রামেশ্বরম্। জিনিসপত্র গুছিয়ে স্টেশনে পৌঁছতে আমাদের দেরি হয়ে গেলো। প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দেখলাম সব কামরাই যাত্রীতে ভরে গেছে। আমাদের উদ্দিষ্ট রামেশ্বরমগামী থ্রু কামরাটিরও সব সীটই হয়ে গেছে অধিকৃত তবে, দু'একটি আসন হতে পারে। কারণ, যাত্রীরা বেশির ভাগই অল্পবয়সী মেয়ে।

ওরা সবাই যে উত্তরাপথ থেকে এসেছে একথা ওদের দেখামাত্র বোঝা যায়। আমরা গাড়ীতে ওঠার চেষ্টা করতেই দু-চারজন চীৎকার করে বাধা দিলো—হয় রিজার্ভ হৈ!

কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। কারণ ঐ গাড়ীটিতে কোনও রিজার্ভেশন থাকে না। আমরা ওদের বাধা না মেনে উঠে পড়তেই ওদের সঙ্গী দু'জন পুরুষ, যাকে বলে গায়ে পড়ে আমাদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করলেন।

ওঁদের দল দিল্লীর কোন এক স্কুল থেকে বেড়াতে এসেছেন। অদ্ভুত ওঁদের কথাবার্তা ও চালচলন। ভাবটা যেন এইরকম যে, ওঁদের মতো উঁচুদরের লোক এ অঞ্চলে এর আগে আর আসেননি। ক্লাস নাইন্ টেন্-এ পড়া মেয়েগুলি তো কথায় বার্তায় মধ্যবয়সী মহিলাদেরও ছাড়িয়ে যায়। পোশাকে এবং আচরণে প্রত্যেকেই যেন হায়াচিত্রের অভিনেত্রী। দিল্লীর মহিমা দলটির অবয়বে এবং চলায় বলায় বেশ প্রকট হয়ে উঠেছে। সঙ্গে চলেছেন স্কুলটির প্রৌঢ় এক শিক্ষক ও তাঁর স্ত্রী। তাঁদেরও আচরণ শুথৈবচ।

গাড়ী মণ্ডপম্ ছেড়ে দু-তিনটি ষ্টেশন পেরনো পর্যন্ত আমার সঙ্গীদের সঙ্গে ওঁদের বচসা চললো। মনমধুরৈতে সাড়ে ন'টায় গাড়ী পৌঁছতেই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে এ কামরায় আর থাকা নয়। যেমন ভাবা অমনি কাজ। নেমে পড়লাম নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে।

মাদ্রাজ—রামেশ্বরম্ এক্সপ্রেস্ এলো আধঘণ্টা পরে। সব কামরাই প্রায় খালি ছিল। উঠে পড়লাম একটায়। দশটা-কুড়ি মিনিটে ছাড়লো গাড়ীটা। বারোটা পঁয়ত্রিশে পৌঁছলো মণ্ডপম্ ষ্টেশনে। ওখানে গাড়ী বেশ কিছুক্ষণ থামে। আমরা সেই ফাঁকে কিছু বড়া আর কফির সদ্গতি করে ফেললাম। অতি উপাদেয় ও বিরাট আকারের 'মেত্তুবড়ৈ' অর্থাৎ কলাই-এর দালের বড়া পাওয়া যায় মণ্ডপম্-এ।

মণ্ডপম্ ছেড়ে মিনিট পাঁচ যেতেই আমাদের গাড়ীটার বাঁ দিকে, দূরে দেখা গেলো নীল জলরাশি। কিছুক্ষণের মধ্যে ডান-হাতিও দেখা দিলো অমনি নীলাম্বু। দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত দুপাশের সে নীলিমা যেন গাড়ীর গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাড়ীটার কাছে ছুটে এগিয়ে আসতে লাগলো আমাদের দেখতে!

একটু পরে সবিস্ময়ে দেখলাম আমাদের দু-পাশের মাটি সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গেছে। পরিবর্তে গাড়ীর লাইন ঘেঁষে বইছে নীল জলের ঢেউ। বুঝতে পারলাম, আমরা সমুদ্রের উপর দিয়ে চলেছি,—গাড়ীটা উঠে পড়েছে পাম্বন্ ব্রিজ্-এ। সাত হাজার ফিট্-এর মতো দীর্ঘ এই ব্রিজটি স্থাপত্য-বিদ্যার এক চমৎকার নিদর্শন। ১৯৬৩

সালে প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড়ে ব্রিজটি ভেঙে পড়ায় রামেশ্বরম্ দ্বীপ এবং ভারতের মূল ভূ-খণ্ডের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। সকলেই মনে করেছিলেন যে, সেতুটি অন্ততঃ দু'বছরের মধ্যে পুনর্নির্মিত হবে না।

সেই সময়ে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র গাঙ্গুলি ছিলেন দক্ষিণ রেলপথের জেনারল ম্যানেজার। নিজ তত্ত্বাবধানে চার পাঁচ মাসের মধ্যে তিনি সেতুটি পুনর্গঠিত করে সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। (এই বি. সি. গাঙ্গুলিই পরবর্তীকালে রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান্ হ'ন। তাঁর সঙ্গে রেলমন্ত্রী হনুমন্তৈয়ার সংঘর্ষ সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।)

সমুদ্রের উপর দিয়ে যেতে যে কি শিহরণ জাগছিল তা বলে বোঝাতে পারবো না। মাথার উপরে ঝলমল করছে সূর্যকিরণ, নীচে টলটল বইছে বারিধারা,—আর ওই দু'য়ের মাঝ দিয়ে বাষ্পরথে ছুটে চলেছি আমি! আমিই যে একমাত্র মানুষ তা নয় একথা জানা সত্ত্বেও সেই অবর্ণনীয় পরিবেশে আমি আর কারও অস্তিত্বই অনুভব করতে পারছিলাম না! আমার সঙ্গীরা পর্যন্ত তখন আমার কাছে হারিয়ে গিয়েছিলেন। আসলে আমিই আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম।

পনেরো মিনিট পরে এলো রামেশ্বরম্ দ্বীপের প্রথম ষ্টেশন,—পাম্বন। বেলা দেড়টায় পৌঁছলাম রামেশ্বরম্।

বালুকাময় বিশাল এক প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট ষ্টেশনটি। ঝিরঝির করে বইছে নারকেল গাছে ঘেরা খাওয়া মিঠে হাওয়া। মাঘমাসের দিনেও শীত বলতে কিছুই নেই, বরং গরমই লাগছিল।

ষ্টেশনের ওয়েটিঙ্ রুমে গিয়ে স্নান সেরে নিলাম। তারপর জিনিসপত্র ক্লোক্‌রুমে জমা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ষ্টেশনের দরজা পেরোতেই ঘোড়াওলারা ঘিরে ধরলো আমাদের, যাত্রী পাওয়ার আশায়। এ অঞ্চলে ঘোড়ার গাড়ীর নাম—ঘোড়া।

ঠিক করেছিলাম হেঁটে যাবো। কারণ আমাদের জানা ছিল রামেশ্বর মন্দির সাড়ে তিনটের আগে খুলবেনা।

পথে একটা দোকানে ঢুকে ইড্‌লি, উপ্‌পুমা আর কফি খেয়ে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা যখন মন্দিরের পশ্চিম-গোপুরম্-এর কাছে পৌঁছলাম তখন পৌনে তিনটে। দরজা খোলার দেরি আছে দেখে সময়টা কাটাতে লাগলাম মন্দিরের অলিন্দ দেখে। মন্দিরের গর্ভগৃহকে ঘিরে চারপাশের ঐ অলিন্দের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় চার হাজার ফিট্। এরকম অলিন্দ ভারতবর্ষের অন্য কোনও মন্দির বা অট্টালিকাতে নেই।

থামগুলিতে রকমারি রঙের আলপনা। কতকগুলি থামে রয়েছে শুঁড়ওলা সিংহের অদ্ভুত মূর্তি। দক্ষিণ ভারতের অনেক মন্দিরে আছে এমনি মূর্তি। জন্তুটির নাম —'যালি'।

সাড়ে তিনটের মূল মন্দিরের দ্বারে পৌঁছে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বিশাল সিংহদ্বারের দুপাশে লেখা রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী। ২৭শে জানুয়ারি, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রামেশ্বরম্ দর্শন কালে তিনি ইংরেজীতে ওই ভাষণ দিয়েছিলেন। কি মধুর ও প্রাঞ্জল কথাগুলি তাঁর! সেদিন রাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত তাঁর একটি উক্তি মনের মধ্যে বারবার উচ্চারিত হচ্ছিল —'It is in love that religion exists and not is ceremony.'

পৌনে চারটের খুললো সিংহদ্বার। দ্বারে মাথা ছুঁইয়ে ঢুকলাম। মণ্ডপ পেরিয়ে রামেশ্বরমের গর্ভগৃহের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দ্বারের কাছ থেকে বেশ কিছুটা রেলিঙ্ দিয়ে ঘেরা। রেলিঙ্-এর বাইরে দাঁড়াতে হলো। দর্শন করলাম দেবাদিদেবকে।

বালুকা-গঠিত এই রামেশ্বর লিঙ্গ রচনা করেছিলেন সীতা দেবী। চন্দন, ঘি, ইত্যাদির অনুলেপ মেখে মেখে পাথরের মতো কঠিন রূপ ধারণ করেছেন লিঙ্গ।

বিগ্রহটির প্রতিষ্ঠা বিষয়ে একটি পৌরাণিক কাহিনী

আছে :

শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধে নিহত করেছিলেন রাক্ষসরাজ রাবণকে। রাবণ ব্রাহ্মণ বিশ্রবা মুনির ঔরসজাত ছিলেন, তাই তাঁকে বধ করায় ব্রহ্ম-হত্যার পাপ হয়েছিল রামচন্দ্রের। সেই পাপ রামচন্দ্রের শরীরের দ্বিতীয় ছায়া হয়ে সর্বত্র তাঁর সঙ্গে ঘুরতে লাগলো। ধনুষ্‌কোটিতে স্নান করে তাঁর দেহের সেই পাপ-ছায়া বিলুপ্ত হলো। ঋষিগণ তখন তাঁকে ধনুষ্‌কোটির অদূরে পবিত্র মৈনাক-ক্ষেত্রে শিবপ্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিলেন। রামচন্দ্র কৈলাস থেকে একটি শিবলিঙ্গ আনতে পাঠালেন হনুমানকে।

হনুমানের ফিরতে দেরি হওয়ায় দেব প্রতিষ্ঠার শুভ মুহূর্ত পেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলো। ঋষিরা তখন বললেন, বেলাভূমিতে খেলারছলে বালি দিয়ে জানকী যে শিবলিঙ্গ রচনা করেছেন সেই মূর্তিটিই প্রতিষ্ঠা করা হোক।

তাই করা হয়েছিল।

একজন পুরোহিতকে এই দেবস্থান কত পুরনো জিজ্ঞেস করায় বললেন—'সীতয়া স্থাপিতে লিঙ্গে রামচন্দ্রেন পূজিতে'।

গর্ভগৃহটি প্রদক্ষিণ করলাম আমরা। পশ্চিম দেওয়ালে দেখতে পেলাম একটি লিঙ্গোদ্ভব মূর্তি,—ডান-হাতি কক্ষে, সোমাস্কন্দ। দক্ষিণদিকে অদূরের কক্ষে বিরাজ করছেন দেবী রামেশ্বরী। চতুর্ভুজা মাতৃমূর্তি শঙ্খ, চক্র, বর ও অভয়মুদ্রাধারিণী। তাঁর কাছে যাওয়ার পথে যে মণ্ডপটি সেটি যেন একটি মূর্তিভাণ্ডার। তার প্রবেশ পথের ডান-হাতি রয়েছেন অষ্টলক্ষ্মী,—আদিলক্ষ্মী, সন্তানলক্ষ্মী, গজলক্ষ্মী, ধনলক্ষ্মী, ধান্যলক্ষ্মী, জয়লক্ষ্মী, ঐশ্বর্যলক্ষ্মী ও মহালক্ষ্মী।

মণ্ডপটির স্তম্ভগুলিতে সংলগ্ন অন্নপূর্ণা, ভুবনেশ্বরী, বাগীশ্বরী, মহেশ্বরী, দুর্গা, চণ্ডিকা, কালী, লক্ষ্মী, রাজরাজেশ্বরী, কৌমারী, মহেন্দ্রী ও মনোন্মনির মূর্তি।

দেবীর মন্দির ছেড়ে এগোলাম পূর্ব গোপুরমের দিকে। বাইরে বেরোবার আগের মণ্ডপটিতে রয়েছেন অঘোর বীরভদ্র ও অভিবীরভদ্র। আরও বেশ কয়েকটি মূর্তির সঙ্গে অভিষ্টিত একটি মূর্তি দেখে হাসিতে মনযুক্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো আমার। পাশ্চাত্যানী চেহারার এক নারী একজন পুরুষের কাঁধে চেপে চলেছে। পুরুষ বেচারীর জিব বেরিয়ে পড়েছে, ঘাড় বেঁকে গেছে স্ত্রীলোকটির ভারে।

ঐ মণ্ডপটির পাশেই নতুন তৈরি হয়েছে—সেতুপতি মণ্ডপম্। মণ্ডপটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ফলক বসানো হয়েছে। ডি. ডি. গিরি (রাষ্ট্রপতি) স্থাপনা করেছেন ভিত্তিপ্রস্তর। শুধু তাঁর নাম লাঞ্ছিতই নয় ফলকটি। বিল্ডিং কমিটিতে কে কে আছেন, তাঁরা B. A., B. Sc. কিংবা M. L. A. এসবও সবিস্তারে লেখা হয়েছে ফলকটিতে। দেবস্থানকেও তাদের কুরুচি ও লালসায় আক্রান্ত করেছে ওই সব নষ্ট-মনের মানুষগুলো।

পূর্ব-গোপুরম্ পেরিয়ে সমুদ্রতটে যাওয়ার পথে পড়লাম। দু'তিন মিনিটের মধ্যে পৌঁছলাম সেখানে। সাগরকূলে রচিত হয়েছে সুন্দর স্মৃতি-সৌধ শঙ্করাচার্যের স্মরণে। অঙ্গে তার চব্বিশটি সংস্কৃত শ্লোকে শঙ্করবন্দনা এবং তারই সঙ্গে ভারত-বিশ্রুত মুনি-ঋষি-সাধু-সন্ন্যাসীদের আলেখ্য। যার মধ্যে রয়েছেন—জনক, যাজ্ঞবল্ক, সনৎকুমার, নারদ, যম, নচিকেতা, ধ্রুব, জড়ভরত, প্রহ্লাদ, বাল্মীকি, মরীচি-অত্রি-অঙ্গিরা-পুলস্ত্য-পুলহ-ক্রতু-বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষি, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, মীরাবাই, ভক্ত কবীর, রামদাস প্রভৃতি। সৌধের শীর্ষভাগে আচার্য শঙ্কর এবং তাঁর চার শিষ্য পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, হস্তামলক ও তোটকের সুন্দর মূর্তি।

ভারতের এই শেষ ভূমিখণ্ডে সাগর-বেলায় বসে আচার্য যেন পর্যবেক্ষণ করছেন আজকের ভারতে আমাদের কার্যকলাপ। দেখছেন দুরাত্মাদের হাতে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের দুর্দশা,—বস্তুবাদের নির্বোধ প্রমত্ততা। আত্ম-বিস্মৃতিতে মুমূর্ষু জাতি কেমন দৌড়চ্ছে বিদেশী ব্যানধারণার পিছনে। পাশ্চাত্য নাকি আজ

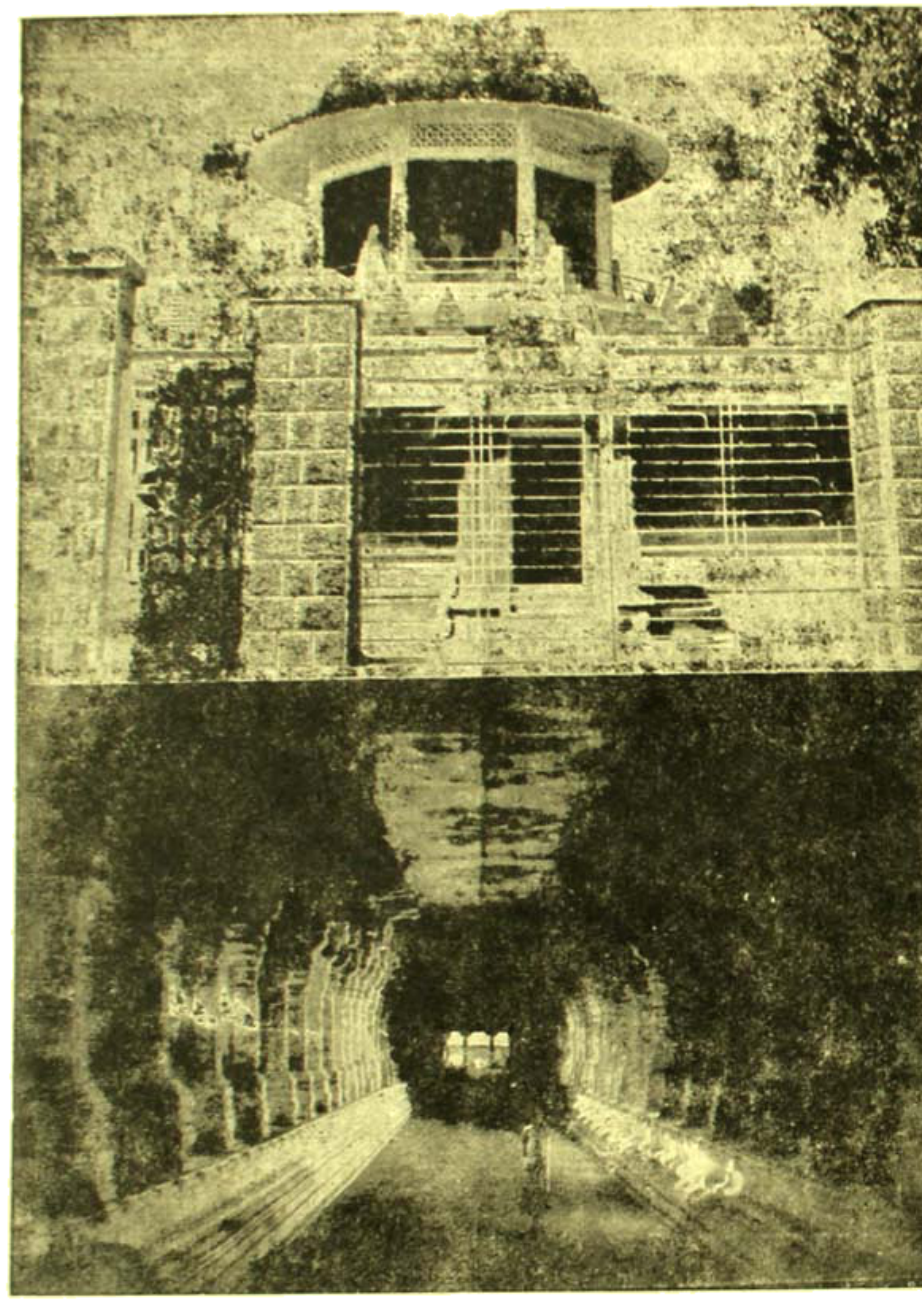

ভারতের শিক্ষক হয়েছে, —সেখান থেকে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতারা পাঠ এনেছেন, সাম্যবাদের। মানুষকে কি মর্যাদাই না দিয়েছেন ওঁরা।

আচার্যের দিব্যমূর্তির দিকে চেয়েছিলাম অপলক চোখে। হঠাৎ যেন ঠোঁটদুটি কেঁপে উঠল মূর্তির। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের শব্দের সঙ্গে বীণা-নিন্দিত স্বরে সেই ঠোঁটদুটির পিছন হ'তে ধ্বনিত হলো।—জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ!

শুধু মানুষের নয়, সমগ্র সৃষ্টির তাবৎ প্রাণীর প্রতি এত বড় ব্রহ্মার এত মহান্ স্বীকৃতির বাণী পৃথিবীর আর কোথায় উচ্চারিত হয়েছে?

———

যদি যেতে চান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিভাগীয় সম্পাদিকা

(ক) পথ। (খ) থাকার ব্যবস্থা। (গ) প্রসিদ্ধি কি জন্য। (ঘ) দ্রষ্টব্য সমূহ।

॥ অযোধ্যা ॥ Ayodhya

(ক) হাওড়া হতে ডেহরা ছুন এক্সপ্রেস্ যোগে সরাসরি অযোধ্যা। দূরত্ব ৮৬৭ কিলোমিটার। শিয়ালদহ থেকে জম্মু এক্সপ্রেস্‌ও যায় অযোধ্যা।

(খ) অযোধ্যায় কয়েকটি ধর্মশালা আছে। সর্বোত্তমটি বিড়লা-ধর্মশালা॥ যাঁরা হোটেলে থাকতে চান তাঁরা অযোধ্যায় না নেমে পরবর্তী ষ্টেশন (৭ কি. মি.) ফৈজাবাদে নামবেন। ওখানে অনেকগুলি হোটেল আছে। রাজহংস এবং অওঅধ হোটেল সাধারণ পর্যটকদের উপযোগী। রেল ষ্টেশনে রিটায়ারিং রুম্ আছে।

(গ) শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি ও লীলাস্থল হিসাবে।

(ঘ) রামচন্দ্রের জন্ম-স্থান, সীতা-পাকশালা, রাজবাড়ী কৌশল্যাদির ভবন, এবং সরযূঘাট।

১১ ॥ অরসিগিরি ॥ Arsikere

(ক) হাওড়া থেকে রেলপথে মাদ্রাজ এবং সেখান হ'তে ব্যাঙ্গালোর। ব্যাঙ্গালোর থেকে অরসিগিরি ট্রেন-এ। বাসেও যাওয়া যায়। কলকাতা থেকে দূরত্ব ২১৮৩ কি. মি.।

(খ) রেল ষ্টেশনের কাছে রাঘবেন্দ্রলজ্, ব্যাঙ্গালোর হাই রোডে গায়ত্রী, এবং বাস্‌ষ্ট্যাণ্ড-এর পাশে টুরিষ্ট লজ্।

(গ) খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শিব মন্দির।

চন্দ্রমৌলিশ্বরের এই দেউলটি শিবালয় নামে অধিক পরিচিত। মন্দিরটির ভাস্কর্য অসাধা এ ছাড়া অরসিগিরি থেকেই দেখতে যেতে পারেন কর্ণাটক প্রদেশের অতি প্রসিদ্ধ দুটি দেবস্থান, —বেলুরের চেন্নকেশব এবং হলেবিড়ুর হয়শলেশ্বর।

(ঘ) চন্দ্রমৌলিশ্বর দেবালয়।

॥ অলগর কোয়িল্ ॥

(ক) হাওড়া হ'তে ট্রেন-এ মাদ্রাজ। মাদ্রাজ থেকে রেলপথে মদুরৈ। মদুরৈ হ'তে বাস্-এ অলগর কোয়িল্ ১৩ মাইল। কলকাতা থেকে মোট দূরত্ব ২১৫১ কি. মি.।

(খ) মদুরৈ-এ থাকতে হয়। রেল ষ্টেশন হ'তে এক ফার্লঙের মধ্যে আছে শান্তনম্ লজ্, সরস্বতী লজ্, নিউ কলেজ হোটেল। তাছাড়া উদিপি বোর্ডিঙ্, অ্যাণ্ড্ লজিঙ্, মডার্ন প্রভৃতি। ষ্টেশনে রিটায়ারিঙ্ রুম্ এবং অনতিদূরে আছে চৌল্‌ট্রি বা ধর্মশালা।

(গ) সুপ্রাচীন বিষ্ণু মন্দিরের জন্য।

(ঘ) অলগরস্বামী দেবালয়।

১৩ ॥ অবনী ॥ Avani

(ক) হাওড়া থেকে রেলপথে মাদ্রাজ এবং সেখান হ'তে ট্রেন-এ ব্যাঙ্গালোর। ব্যাঙ্গালোর থেকে ট্রেন্ বা

বাস্-এ কোলার। অথবা, ব্যাঙ্গালোরের পথে বাঙ্গারপেট্ ষ্টেশনে নেমে বাস্-এ কোলার। কোলার থেকে অবনী বাস্ যায় (১৮ কি, মি,)। মোট দূরত্ব (ব্যাঙ্গালোর হয়ে) ২০১৩ কি. মি.।

(খ) কোলারে থাকতে হয়। বাস্ষ্ট্যাণ্ড-এর অদূরে সেণ্ট্রাল লজ্।

(গ) নোলাম্বা রাজগণের নির্মিত খৃষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দীর কয়েকটি মন্দির। আঞ্চলিক মতে এখানেই এক গুহায় লব ও কুশের জন্ম হয়েছিল এবং বাল্মীকি থাকতেন অবনীতে।

(ঘ) রামলিঙ্গেশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর, ভরতেশ্বর ও সীতাম্মার মন্দির।

পর্যটন প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বৃদ্ধি করে,—হৃদয়ের প্রসারতা ঘটায়।

ভারি জিনিস – ভারি ঝামেলা
ওদের নিয়ে বেড়াতে যাবেন না
ট্রাঙ্ক্-এর বদলে নিয়ে যাবেন
পোর্টম্যাণ্টো-কে

এমনই আরও কত আছে

কমলা এজেন্সি

৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,

কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-৬০৯৯

অভিজাত ট্রাভ্ল্ গুড্স্ পরিবেশক

১৯৭০-এর

অমরনাথ যাত্রায় যে বিপর্যয় ঘটেছিল
তা' অবিস্মরণীয়।
যাত্রা হয়েছিল পরিত্যক্ত।
নিদারুণ সেই দুর্যোগের মধ্যেও ন'জন যাত্রীর
একটি দল অমরনাথ দর্শন করে
ঘরে ফিরেছিলেন।
চাঞ্চল্যকর সেই যাত্রার
সাবলীল কাহিনী
কমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অমরনাথের অঙ্গনে (যন্ত্রস্থ)

শ্রীকালী প্রকাশালয়
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

আমাদের পথ নির্দেশের একটি দৃষ্টান্ত

শ্রীপ্রশান্ত কুমার দে, দীনবাগ, ভেবিয়া, ২৪ পরগণা,—দু'শ টাকার মতো খরচে কয়েকদিন বেড়িয়ে আসার জন্য পরামর্শ চেয়েছিলেন। তারই উত্তরে :

১ ভ্রমণ সূচী :

ক) গয়বীনাথ

খ) পাটনা

গ) রাজগির-নালন্দা-পাওআপুরী

ঘ) গয়া

ঙ) বোধ-গয়া

২ সময় : সাত দিন।

৩ পথ :

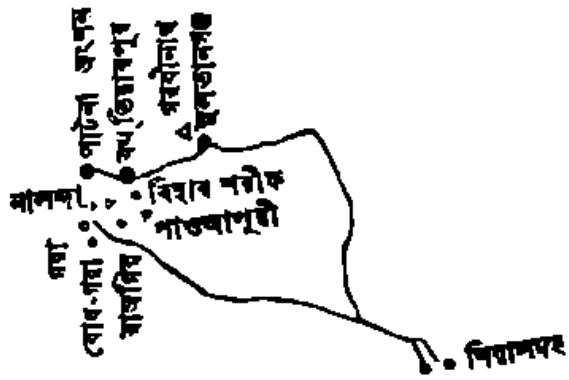

৪ কিভাবে যাবেন :

ক) শিয়ালদহ থেকে ১৩ নং আপ্ আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস্-এ (রাত ৯-২০ মিনিটে ছাড়ে) যাবেন সুলতানগঞ্জ। (সকাল ৭-১৬ মিনিট-এ পৌঁছায়)। আগে থেকে রিপার্ বার্থ্ রিজার্ভ করিয়ে নেবেন।

প্রথম দিন

সুলতানগঞ্জ পৌঁছে, প্রাতরাশ সেরে, ষ্টেশনের সামনে থেকে সাইকেল রিক্শ বা টম্‌টম্-এ চেপে চলে যাবেন ফেরি-ঘাটে। (ভারী জিনিসপত্র থাকলে সেগুলি ষ্টেশনের ক্লোক্‌রুমে জমা দিয়ে যাবেন)। ঘাট থেকে যান গয়বীনাথে। এখানেই ছিল পুরাণোক্ত জহ্নু মুনির আশ্রম। দ্বি-ধারা গঙ্গার বুকে একটি খণ্ড-শৈলে অবস্থিত দেবস্থানটি এবং পারিপার্শ্বিক নিসর্গ-শোভা অতি মনোরম।

সুলতানগঞ্জ ষ্টেশনে ফিরে ১৪-৪৫ মিনিটে ধরুন ৩৫১ আপ্ কিউল ফাষ্ট্ প্যাসেঞ্জার।

কিউলে নেমে (১১-৫৮ মিঃ) ৭ নং আপ্ তুফান এক্সপ্রেস্ ধরে পাটনা জংশন যান। রাত ২০-১৪ মিনিটে পৌঁছবেন। [শিয়ালদহ থেকে পাটনা জংশন পর্যন্ত টিকেট ও রিজার্ভেশন নিয়ে আপনি সুলতানগঞ্জে নামতে পারেন। তা'তে বারবার টিকেট করার ঝামেলা এড়াতে পারেন। সুলতানগঞ্জে নেমে টিকেটে ব্রেক্ জার্নি লিখিয়ে নেবেন।]

দ্বিতীয় দিন

পাটনা দর্শন করুন।

খুব সকালে বেরিয়ে পড়ুন। জংশন ষ্টেশন থেকে বাস্ বা ট্রেন্ ধরে চলে যান পাটনা সিটি ষ্টেশনে। ওখানে নেমে যান হরি মন্দিরে। প্রখ্যাত দশম শিখ গুরু গোবিন্দ সিংয়ের জন্ম হয়েছিল ঐ স্থানে। হরি মন্দির গুরু-দ্বারটি অপূর্ব!

দর্শন সেরে রিক্শ নিয়ে চলে যান অশোক রাজপথ। মৌর্য-যুগের ঐ ঐতিহাসিক রাজপথটি কখনও জলশূন্য হয়নি।

এখান থেকে রিক্সা আসুন কুমহরার-এ। দেখুন হর্যঙ্কবংশীয় মৌর্য-রাজপ্রাসাদের অবশেষ। তারপর ফিরে আসুন পাটনা জংশনে।

স্নানাহার সেরে চলে যান গোলঘর দেখতে। ২৫ ফিট্ উঁচু অদ্ভুত দর্শন ইমারতটি নির্মিত হয়েছিল ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে। গোলঘর দেখে যান মিউজিয়মে। ফিরে রাতটা পাটনাতেই থাকুন।

তৃতীয় দিন

সকাল ৮-১২ মিনিটে ধরুন ৮নং ডাউন তুফান এক্সপ্রেস্। গন্তব্য, বখ্তিয়ারপুর। ৭-২৫ মিনিটে বখ্তিয়ারপুরে নেমে শেয়ারের ট্যাক্সিতে চলে যান বিহার শরীফ। হোটেলে উঠুন, এবং বেলা এগারোটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ুন নালন্দার উদ্দেশে।

বিহার শরীফ থেকে রাজগিরগামী ট্যাক্সিতে যান। নালন্দা দর্শন করে তিনটা নাগাদ ফিরে আসুন বিহার শরীফে। অতঃপর বাস্ বা ট্যাক্সি ধরে যান পাওয়াপুরী। জৈন-তীর্থংকর বর্ধমানের স্মৃতি-মন্দিরাদি দেখে ফিরে আসুন বিহার শরীফে। রাতটা ওখানেই কাটান।

চতুর্থ দিন

সকালে যাত্রা করুন রাজগির। শেয়ারের ট্যাক্সিতে বা বাস্-এ যাবেন। হোটেল বা ডর্মিটরিতে উঠেই চলে যান ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতে। ওটি তপ্ত-জলের কুণ্ড।

আহারাদি সেরে যান রত্নগিরিতে শান্তি-স্তূপ দেখতে। ঘোড়ার গাড়ী অথবা সাইকেল রিক্সায় পাহাড়টির পাদদেশ পর্যন্ত যেতে পারেন। কাছেই জীবকের আম্র বাগান। ওটি দেখে গিরিশীর্ষে শান্তি-স্তূপ দেখতে যান।

এখান থেকে ফিরবার পথে বুদ্ধের ধর্মচক্রের চিহ্ন এবং বিম্বিসারের কারাগার স্থল দেখুন। সন্ধ্যার আগে চলে আসুন আবাসে। সন্ধ্যার পরে দেখে নিন জাপানী বুদ্ধ মন্দির।

পঞ্চম দিন

খুব সকালে উঠে বৈভার পাহাড়ে (অর্থাৎ যে পাহাড়ে ব্রহ্ম কুণ্ড) উঠতে থাকুন, সপ্ত-পর্ণি গুহার উদ্দেশে। পথে দেখুন জরাসন্ধের বৈঠক এবং পার্শ্বনাথ মন্দির।

পার্শ্বনাথের পরে পাহাড়ের সিঁড়ি ডান-হাতি নেমে গেছে সপ্ত-পর্ণি গুহায়। ঐ গুহাতে হয়েছিল বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণোত্তর প্রথম বৌদ্ধ মহাসম্মেলন।

সপ্ত-পর্ণি থেকে ফিরে চলে যান সোন-ভাণ্ডার গুহা দেখতে। ওর কাছেই জরাসন্ধের আখড়া বা রণভূমি, যেখানে ভীম ও জরাসন্ধের যুদ্ধ হয়েছিল।

ফিরবার পথে বাস্ রাস্তায় সন্ধিস্থলের একটু আগে, পথের ডান-হাতি, মণিয়র মঠ দেখুন।

বেলা তিনটা নাগাদ ছাড়ে গয়ার বাস্। ঐ বাস্টিতে চলে যান গয়ায়। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাবেন। রাতটা গয়ায় কাটান।

ষষ্ঠ দিন

সকালে রিক্সা করে চলে যান বিষ্ণুপাদ মন্দিরে, বিষ্ণুপদ-চিহ্ন দর্শন করতে। (পিতা জীবিত থাকলে পদ-চিহ্ন দর্শন করবেন না)। ঐ মন্দিরের পিছন দিকে আছেন গয়েশ্বরী। দেবী দর্শন করুন।

আবাসে ফিরে স্নানাহার সেরে বাস্-এ যান বোধ-গয়া রিক্সাতেই যেতে পারেন। আটটার আগে গয়ায় ফিরে আসুন। যাওয়ার সময়ে রিক্সায় যেতে পারেন কিন্তু ফিরবার সময়ে, সন্ধ্যার পরে, কোনও ক্রমেই রিক্সায় আসবেন না। বাস্ অথবা শেয়ারের ট্যাক্সিতে আসবেন। বোধ-গয়ার দ্রষ্টব্য : বুদ্ধ-মন্দির, বোধি-বৃক্ষ, তিব্বতী মঠ, থাই-মঠ ও জাদুঘর।

সপ্তম দিন

সকাল ৬-১১ মিনিটে ধরুন ১৮নং ডাউন জম্মু—শিয়ালদহ এক্সপ্রেস্। শিয়ালদহে পৌঁছবেন বিকেল চারটে পাঁচ মিনিটে।

৫ কোথায় থাকবেন :

(ক) গয়াবীনাথ—থাকার প্রয়োজন নেই।

(খ) পাটনা—জংশন ষ্টেশনে রেলওয়ের ডর্মিটরি আছে, থাকতে পারেন। থাকা দু'/তিন টাকা মাথা পিছু। শহরে, নবরাষ্ট্র প্রেসের গলিতে, (ভট্টাচার্য রোড্ এবং ষ্টেশন রোডের সংযোগস্থলের পরবর্তী গলি) আছে নিউ সমবায় বোর্ডিঙ্। থাকা দু' টাকা, খাওয়া প্রতিবেলা দু' টাকা পঁচিশ (আঃ)।

(গ) বিহার শরীফ—সজ্জন হোটেল। থাকা তিন টাকা/সাড়ে তিন টাকা। খাওয়া পাইস্ সিষ্টেম্-এ।

(ঘ) রাজগির—ধর্মশালা এবং সরকারি ডর্মিটরি আছে। বাঙালীর হোটেল আছে—বেণুবন এবং তুষি। বেণুবনের চার্জ অপেক্ষাকৃত কম।

(ঙ) গয়া—ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের যাত্রি-নিবাস অথবা, রেল ষ্টেশনের সামনে বাঙালীর হোটেল নিউ সেণ্ট্রাল্-এ থাকতে পারেন। থাকা-খাওয়া দৈনিক সাড়ে দু' টাকা।

৬ ব্যয় : (আনুমানিক)

ট্রেন ভাড়া, রিজার্ভেশন ইত্যাদি	৪৫···
রিক্শ, ঘোড়ার গাড়ী ট্যাক্সি	১৫···
থাকা, খাওয়া, জল-পান ইত্যাদি	৮৫···
অন্যান্য	১০···
	১৭৫···

শ্রীমতী শুভ্রা বসু
বিভাগীয় সম্পাদিকা

———

—: পথ নির্দেশ :—

ভারতবর্ষের যে কোনও প্রসিদ্ধ স্থানে বা যে কোনও অঞ্চলে বেড়াতে যাওয়ার পূর্বে বিভাগীয় সম্পাদিকার সঙ্গে পত্র মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। ইণ্ডিয়ান পোষ্টাল অর্ডার (I.P.O.) যোগে "যাত্রিক পরিষদ"-এর নামে দু'টাকা পাঠালে আঞ্চলিক পর্যটনের পথে কোথায় কোথায় যাওয়া উচিত, কিভাবে যাওয়া যায়, যান-বাহন, স্থানীয় ভাষা, থাকার ব্যবস্থা, আনুমানিক ব্যয়, দ্রষ্টব্য সমূহ, ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ তথ্য সরবরাহ করা হয়।

একটি সমাধির কথা

শ্রীচন্দ্রশেখর

আলমগীর—

অর্থাৎ, বিশ্বজয়ী!

ঐ নাম ধারণ করেছিলেন যে পুরুষটি তাঁর পরিচয় ভারতের অধিবাসীদের অজানা নয়। শাহজহান্ অর্থাৎ জগতের অধিপতি,—তাঁরই পুত্র জগৎ-জয়ী। আবুল মুজফ্ফর মহীউদ্দিন মুহম্মদ অওরংগজেব গাজী, যিনি শুধু অওরংগজেব নামে সুপরিচিত, তাঁর ওই পদবী—আলমগীর। জগৎ সংসারের সব কিছুই তিনি জয় করেছিলেন বলেই বুঝি অমন বিশেষণ?

তাঁর জয়-যাত্রার সাক্ষ্যস্বরূপ ইতিহাস বলে, —তিনি তাঁর ধাত্রী লিপ্সাকে জয়ী করেছিলেন বৃদ্ধ পিতা শাহ-জহানকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। সিংহাসনকে নিরাপদ করতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা শিকো এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দিয়েছিলেন প্রাণদণ্ড। ভ্রাতুষ্পুত্র সুলেমান শিকোর মৃত্যুও ঘটিয়ে-ছিলেন তিনি। অগ্রজ শুজাকে দেশ হ'তে তিনি বিতাড়িত করেছিলেন। স্বীয় পুত্র মহম্মদ, পিতৃব্য শুজার পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন বলে, তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিলেন আলমগীর।

শিবাজী-পুত্র শম্ভুজী যুদ্ধে পরাস্ত হলে তাঁর পিতার সঙ্গে নিজ শত্রুতার স্মরণে অওরংগজেব শম্ভুজীর জিহ্বা ছেদন করেন ও নানা পৈশাচিক যন্ত্রণা দিয়ে তাঁকে হত্যা করান।

স্বীয় ধর্ম ইস্‌লামকে তিনি পুরোবর্তী করতেন তাঁর প্রতি কর্মে। নবম শিখগুরু তেগ বাহাদুর ইস্‌লাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁকে হত্যা করেন অওরংগজেব। মৃত সেনাপতি যশোবন্ত সিংহের শিশুপুত্র অজিত সিংহকে ধর্মান্তরিত করণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় যুবকের রাজ্য অধিকার করে নেন।

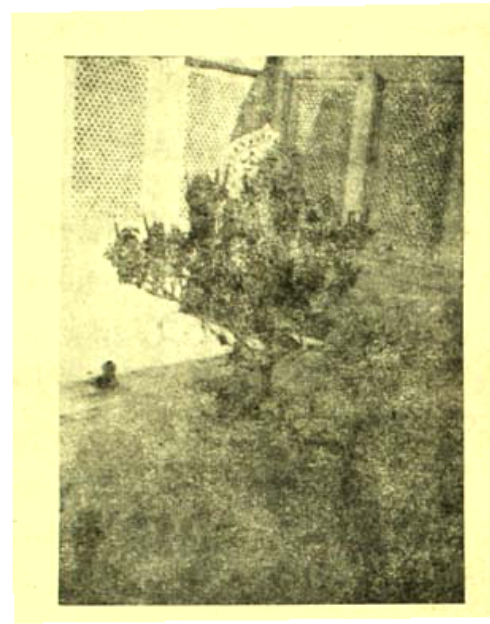

ইস্‌লাম গ্রহণে অনিচ্ছুক হিন্দুদের প্রায়শঃ রাজপদ থেকে বিতাড়িত করা হতো তাঁর আদেশে। হিন্দুদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ প্রকট হয়েছিল নানা রূপে নানা ভাবে। তাঁদের উপর অওরংগজেব বসিয়েছিলেন জিজিয়া কর,—নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন তাঁদের ভাল পাল্‌কি, ঘোড়া ও ঘোড়ায় চড়ার উপরে। হিন্দুর দোলযাত্রা, মেলা ধর্মীয়-শোভাযাত্রা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। প্রত্যেক সুবাদারকে আদেশ, দিয়েছিলেন হিন্দু মন্দির ধ্বংস করতে। বারাণসীর বিখ্যাত বিশ্বেশ্বর মন্দির এবং মথুরার কৃষ্ণ মন্দির করেছিলেন ভূমিসাৎ।

অসংখ্য যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন অওরংগজেব। সত্যই সার্থক হয়েছিল তাঁর আলমগীর নাম। জগৎ সংসারের কাম্য সবকিছুতেই তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন বিজয়ীর আসনে, গৌরবে। সর্ব কর্মে জয়ী হয়েছিলেন তা' সে সুকর্মই হোক বা দুষ্কর্মই হোক। কোন কিছুই তাঁকে

পরাভূত করতে পারেনি কোনদিন। তিনি যে আলমগীর!

যখনই তাঁর নিষ্ঠুরতার বিষয়ে গুঞ্জন উঠেছে তখনই তিনি ইস্‌লামের কথা তুলে নিজেকে সঠিক প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। কিন্তু সত্যই কি তিনি মনেপ্রাণে স্বীয় ধর্মের সমর্থন লাভ করেছিলেন তাঁর ক্রিয়া-কলাপে? তাঁর ধর্মীয় গোঁড়ামি ও আচার অনুষ্ঠানের বিবরণ থেকে হিন্দু ঐতিহাসিকরা মত প্রকাশ করেছেন যে, তিনি ইস্‌লাম ধর্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। যদি তাই হয় অর্থাৎ যদি তিনি স্বীয় ধর্মমতে ধার্মিক হতেন তবে তাঁর কার্যকলাপ নিশ্চয়ই ধর্মের সমর্থনপুষ্ট হতো এবং জীবনে তাঁর অনুতাপের কিছুই থাকতো না। তা হলে তিনি কি তাঁর পত্রাবলীতে লিখতেন:

১ প্রিয়পুত্র মুয়জ্জম্, বলতে পারিনা আমি কে, কোথায় যাবো। জানিনা এই মহাপাতকীর অদৃষ্টে কি আছে!

[শাহ্‌আলম্ বাহাদুরকে লেখা]

বার্দ্ধক্যের একেবারে শেষ সীমায় উপনীত হয়েছি। একা এসেছিলাম একাই চলে যাচ্ছি। বুঝতে পারলাম না কে আমি, কেন এসেছিলাম, কি কাজ করলাম! সংসারে আসার সময়ে কিছুই সঙ্গে আনিনি কিন্তু ফিরে যাচ্ছি পাপের বোঝা নিয়ে। আল্লাহ্ পরম কৃপাময় এ বিশ্বাস আমার আছে তবু, আমার ভয় যাচ্ছে না কারণ আমি যে মহাপাপী। [আজম্‌শাহ্ বাহাদুরকে লেখা]

৩ খোদার কাছে বিচারের সময় যখন আমার পাপের হিসাব পেশ হবে, তখন তিনি তা দেখে, অন্যান্য সব পাপীর পাপের হিসাব ছিঁড়ে ফেলবেন। কারণ, তাদের পাপ আমার পাপের তুলনায় অতি সামান্য।

[আজম্‌শাহ্ বাহাদুরকে লেখা]

৪ তুমি দরবেশ মীর আবদের কাছে আবার যাও এবং আমার হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করো। তাঁকে জানাও, আমার সারা জীবন হেলায় কেটেছে। বাকি দিনগুলিও একই ভাবে কাটবে। মৃত্যুর যতই কাছাকাছি হচ্ছি ততই যেন মুক্তির পথ থেকে বহুদূরে সরে যাচ্ছি। হায়! চক্ষুষ্মান্ হয়ে আমি যা করেছি কোন অন্ধও তা করতে পারতো না। খোদাকে আমি হারিয়েছি!

[আজম্‌শাহ্ বাহাদুরকে লেখা]

চিঠিগুলি আর একটি প্রশ্ন জাগায়—

বহির্জগতে সব কিছুতেই জয়ী হয়ে তিনি যে পদবী গ্রহণ করেছিলেন তা' কি অন্তর্জগতের অওরংগজেবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত অওরংগজেবের পদবী কি আলমগীর?

খুলতাবাদে তাঁর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে উপরের প্রশ্নটি বারবার আমার অন্তর আলোড়িত করছিল। ছোট্ট একটি কবর, —উপরটা ঘাস মাটির। সেই মাটিতে একটি মঞ্জরিত বাবুই তুলসীর গাছ। জানিনা মৃত্যুর পূর্বক্ষণে ব্যক্ত ইচ্ছা অনুযায়ীই বাদশাহ্ অওরংগজেবের কবরে ঐ তুলসীর স্থাপনা কিনা।

যে খাদিম ঐ কবরটির তত্ত্বাবধান করেন তাঁকে জিজ্ঞেস করায় জানালেন, বাদশাহের ওইরূপ নির্দেশই ছিল এবং তাঁর সমাধি রচিত হওয়ার পর থেকে ঐ গাছ লাগানো হয়ে আসছে।

সমাধিটির চারপাশে সামান্য শ্বেত পাথরের কাজ আছে বটে কিন্তু সৌধ, মণ্ডপাদি কিছুই নেই। মোগল সাম্রাজ্যের অধিপতি ভারত-সম্রাট্, প্রবল-প্রতাপ ওই পুরুষটির সমাধির দীন হীন অবস্থা দেখলে সবারই কষ্ট হয়। কিন্তু কিছু করার উপায় নেই। বাদশাহের হুকুম ছিল— 'আমার সমাধি রচনায় কোনও আড়ম্বর চলবে না, কোনও সৌধাদি নির্মিত হ'বে না। রাজকোষের অর্থ প্রজাদের, —আমার নয়। আমার স্বোপার্জিত অর্থ আছে চার টাকা দুই আনা, যা আমি টুপি সিলাই করে উপার্জন করেছিলাম। সেই অর্থ টুকুতেই যেন আমার সমাধি রচিত হয়।'

———

মানুষের ভিতরে পশু ধর্ম

শ্রীশ্যামচাঁদ দে

১৯৭৩ সালে শারীর-বিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুক্তভাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনজন,—কন্‌রাড্‌ লোরেঞ্জ, নিকোলাস টিন্‌বারজেন এবং কার্ল ফন্‌ ফ্রিশ্‌।

সত্তর বছরের লোরেঞ্জ জন্মেছিলেন অষ্ট্রিয়ার অল্‌টেন্‌বার্গ গ্রামে। তাঁর বাবা ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক। ছোট বয়স থেকেই নিজেদের প্রাসাদোপম বাড়ীটি লোরেঞ্জ ভরে তুলেছিলেন নানা রকমের পশু পাখীতে। যার ঝামেলা শুধু তাঁর মাকেই পোহাতে হয়নি, উত্তরকালে তাঁর স্ত্রী মার্গারেট এবং ছেলেমেয়েদেরও সহ্য করে নিতে হয়েছিল হাঁস, মুরগী, কাক, পেঁচা, ছাগল ভেড়া ও অন্যান্য পশুর সঙ্গে সহাবস্থান। কারণ, ওইসব জীবজন্তু ছাড়া লোরেঞ্জ-এর জীবনধারণ ছিল অসম্ভব।

অষ্ট্রিয়া ও আমেরিকায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান পড়বার পর লোরেঞ্জ জীব ক্রম-বিবর্তন বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হ'ন এবং পরবর্তীকালে মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যের আচরণগত সাদৃশ্যের অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ'ন।

প্রথমে তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীর স্থান বিদ্যার সহকারী-অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং বিশিষ্ট জার্মান জীব-আচরণ বিদ্‌ এরিক্‌ ফন্‌ হোর্ষ্ট-এর সঙ্গে স্বীয় মতাদি বিনিময় করেন। হোর্ষ্ট-এর চেষ্টাতেই তিনি ১৯৪০ সালে কলিন্‌দ্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। ১৯৪২ সালে তাঁকে জার্মান সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে কাজ করতে হয় পোলাণ্ডের একটি হাসপাতালে। ১৯৪৪-এ লোরেঞ্জকে যেতে হয় রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে। সেখানে শত্রুবাহিনীর হাতে বন্দী হ'ন এবং চার বৎসর পরে মুক্তি পান।

বর্তমানে তিনি সীউইজেন্‌-এর ম্যাক্স্‌ প্ল্যাঙ্ক ইন্‌স্টিটিউট যুক্ত-প্রাঙ্গণ লেবরেটরিতে গবেষণারত।

যদিও জীব-আচরণ বিদ্যার ত্রিকূপাল চারজন, ফন্‌ হোর্ষ্ট, ফন্‌ ফ্রিশ্‌, টিন বার্জেন এবং লোরেঞ্জ, কিন্তু বাদানুবাদের ঝড় উঠেছে লোরেঞ্জকেই কেন্দ্র করে। অসীম নির্ভীকতার সঙ্গে তিনি প্রচার করেছেন তাঁর মতবাদ। তাঁর মতে, প্রাণী জগতের আচরণ-পদ্ধতি ঠিক সেই তাগিদেই গড়ে উঠেছে যে তাগিদে দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রম-বিকাশ ঘটেছে; পশুরা তথা মানুষও জন্মেছে কতকগুলি সহজাত-প্রবৃত্তি এবং বংশানুক্রমিক ধারাবাহিক আচরণের অনুবৃত্তি নিয়ে, আর তাই থেকেই শুরু হয়েছে জীবনের রসাস্বাদন।

ওই সহজাত প্রবৃত্তি গুলির মধ্যে একটি হলো ঘেষ।

লোরেঞ্জ-এর মতবাদের বিরোধী হলেন হার্ভাড্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্‌ বি. এফ. স্কিনার। তিনি বলেন, কোনও সহজাত প্রবৃত্তি বা ক্রম নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে না,—সব কিছুই সে পারিপার্শ্বিকতা থেকে আয়ত্ত করে নেয়। নৃ-বিজ্ঞানী অ্যাশলে মণ্টেও বলেন যে, মানুষের কোনও সহজাত-প্রবৃত্তি নেই। জীবজগতে কোনও রকম সহজাত ঘেষের অস্তিত্ব এখনও বিজ্ঞান তথা যুক্তিসম্মতভাবে প্রমাণিত হয় নি।

যাই হোক। লোরেঞ্জ এর মতে ঐ ঘেষের ফলেই আজকের মানুষ অর্জন করেছে তথাকথিত আত্মহননকারী সব অস্ত্রশস্ত্র,—সেগুলি বর্জনের উপযুক্ত আত্মচেতনা উৎপন্ন হওয়ার বহু পূর্বেই। আবার শুধু ধ্বংসই নয়, ঐ ঘেষই জীবনকে জনাকীর্ণ করতেও উদ্বুদ্ধ করেছে মানুষকে। ঐ ঘেষ হতেই উদ্ভূত হয় ভালবাসাও।

লোরেঞ্জ দেখিয়েছেন হাঁসদের মধ্যে বেশ বিশেষ যত্নেই এবং যে পুরুষ-হাঁসটি একটি মেয়ে-হাঁসের উপর কর্তৃত্ব ফলায় সেই কিন্তু ওই হংসীটির প্রিয়পাত্র!

ওই স্নেহের ফলেই মানবমনে বয়ঃসন্ধিকালে দেখা দেয় প্রচলিত সব-কিছুর প্রতি তার অনাস্থা। চিরাচরিত আদর্শ, নীতি, নিয়ম, আচার ও নিষ্ঠার প্রতি তার আনুগত্য শিথিল হয়ে পড়ে এবং নতুন জীবনের তথা জীবনাদর্শের প্রতি ভালবাসা জন্মায়। সেইজন্যই ওই বয়সের তরুণরা অতি সহজেই চতুর জন-নেতাদের কবলে পড়ে এবং ওই নেতাদের ইচ্ছামতো পরিচালিত হয়। বিশেষ করে সনাতন ও সুস্থ, নিয়মানুগ জীবন ছেড়ে অতি সহজেই বিভ্রান্তির পথে পা বাড়ায়, —এমনকি নিকৃষ্ট ও নীচাশয়দের অনুগামী হয়ে পড়ে।

'মিনো' নামের এক জাতীয় মাছের উপর পরীক্ষার ফল উল্লেখে তিনি এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিয়েছেন। 'মিনো'-রা সদলে ঝাঁক বা জোট বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। ঝাঁকের একটি মাছের মস্তিষ্ক নিষ্কাশিত করে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো। মাছটি পূর্বের আচরণ ছেড়ে এলোমেলো ভাবে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলো।

ফল হলো এই যে, সুস্থ মাছগুলি তার অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক আচরণে মুগ্ধ হয়ে একে একে এসে ওই মস্তিষ্কহীন নিকৃষ্ট মাছটির ভক্ত হয়ে তার অনুসরণ করতে লাগলো।

আজ আমাদের জনজীবনে তরুণদের ক্ষেত্রে অহরহ যা দেখতে পাচ্ছি!

For
Advertisement through Railways
and
other medias

Arts & Advertising Service
437/A, Rabindra Sarani (Shovabazar)
CALCUTTA.700005
Phone 55-7259

ভারতের মন্দির | বিভাগীয় সম্পাদিক।

'মন্দির ভারতের অধ্যাত্ম-জীবনের পরিচয়,—পরম-চিন্তার অভিজ্ঞান,—ইতিহাসের উপাদান।'

উপরের উক্তিটি কোনও এক অখ্যাত লেখকের। সত্যই ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস প্রণয়নে এক অমূল্য উপাদান তার মন্দিরগুলি।

আমরা ক্রমান্বয়ে নিম্নোক্ত স্থানগুলির প্রখ্যাত মন্দির সমূহের পরিচয় প্রকাশ করবো। আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি গৃহীত প্রামাণিক আলোক-চিত্র সহ, খণ্ড-লেখগুলি, আগামী সংখ্যা হ'তে পরিবেশিত হ'বে।

অইহোল
অবনী
অমরকণ্টক
অমরাবতী
অমৃতেশ্বর
অম্বরনাথ
অম্বাজী
অযোধ্যা
অমলিরিরি
অলগর কোয়িল্
অহোবলম্
আবু পাহাড়
আলমপুর
আশাপুরী
আহমদাবাদ
ইলোরা
উজ্জয়িনী
উটকামণ্ড
উদয়গিরি
উদয়পুর
উদিপি
একটেশ্বর
এলিফ্যাণ্টা
ওমরংগল
ওম্‌কারেশ্বর
ওসিয়াঁ
কনখল
কনহেরি
কন্যাকুমারিকা
কলিকাতা
কাঙড়া
কাঞ্চীপুরম্
কামাখ্যা
কালডি
কালহস্তী
কাঁটা-বেনিয়া
কিষ্কিন্ধা
কুম্ভকোণম্
কুরুক্ষেত্র
কুরুডুমালৈ
কেদারনাথ
কেন্দুলি
কৈদলা
কৈলাসপুরী
কোচীশ্বর
কোটিতীর্থ
কোণার্ক
কোল্‌হাপুর
কোলার
খজুরাহ
খিদরাপুর
খেদব্রহ্মা
গঙ্গৈ কোণ্ড চোড়পুরম্
গড়গ
গড়জয়পুর
গড়বেতা
গয়নীনাথ
গয়া
গিরনার
গুডিমল্লম্
গুরুবায়ুর্
গুলবর্গা
গোকর্ণম্
গোরক্ষপুর
গোয়ালিয়র
গৌরীসাগর
গৌহাটি
ঘুমলি
চন্দ্রকোণা

চন্দ্রনাথ
চন্দ্রপুর
চিতোর
ছাতনা
জম্মু
জয়পুর
জয়শলমের
জালোর
জুনাগড়
জেজুরি
জোশীমঠ
জ্বালামুখী
ঢাকোর
ঢোড্ডা গোড্ডাবল্লী
তঞ্চাবুর্
তমলুক
তলশ্শেরি
তারকেশ্বর
তালকাট্টু
তাড়পত্রি
তাঁওড়িসুলে
তিরুঅনন্তপুরম্
তিরুক্কড়ুকুন্নম্
তিরুচ্চেন্দুর্
তিরুনেল্বেলি
তিরুপতি
তিরুবন্নামলৈ
তিরুবন্নর্
তিরুবল্লা
তিরুবিডৈ বামাদুর্
তিরুবেণ্কাট্টু
তিরুবোট্টিয়ুর্
তিরুশিবপেরুর্
তিরুশিরাপল্লী
তুলজাপুর
তের্
ত্রিবুণী-নারায়ণ
ত্র্যম্বক
দক্ষিণেশ্বর
দর্ভশয়নম্
দহ পর্বতীয়া
দারাসুরম্
দীণ্ডন
দিল্লী
দেওগড়
দেশনুখ
দ্রাক্ষারামম্
দ্বারকা
ধর্মস্থল
নবদ্বীপ
নাগর কোয়িল্
নাগেশ্বর
নাঞ্জন গড়
নাথদ্বার
নানুর্
নারায়ণ সরোবর
নাসিক
পত্তত্তড্কল্
পরলি-বৈজনাথ
পলিটানা
পাওআগড়
পাওআপুরী
পাটন
পাণ্ডবপুর
পালনপেট
পীঠাপুরম্
পুণে
পুরী
পুষ্কর
প্রভাস
ফিরল
ফারুকাবাদ
বক্রেশ্বর
বদ্রীনাথ
বনবাসী
বরাকর
বল্লভপুর
বহুচরাজী
বড়নগর
বংশবাটি
বর্ধমান
বাদামি
বারাণসী
বিকানীর
বিচোলিঁ
বিদর
বিদিশা
বিন্ধ্যাচল
বিষ্ণুপুর
বৃন্দাবন
বেঙ্কল্লু
বেল্গাপুর
বেলুর্
বেলুর্ (ওএলুর্)
বৈক্কং
বৈজনাথ

বৈদ্যেশ্বরন্ কোয়িল্	মার্তণ্ড	শৃঙ্গেরি
বৈষ্ণু দেবী	মাদুরম্	শ্যামলজী
বোধগয়া	মাহেশ	শ্রবণবেলগোলা
ব্রহ্মপুরী	মুখলিঙ্গম্	শ্রীকাকুলম্
ভদ্রাচলম্	মুডিবিদ্রি	শ্রীনগর
ভাণ্ডক	মুদেড়া	শ্রীরঙ্গম্
ভীমাশঙ্কর	মূল বাগিলু	শ্রীশৈলম্
ভুবনেশ্বর	মেলকোট	সপ্তকোটীশ্বর
ভেড়াঘাট	মোরণা	সিদ্ধপুর
ভেরাওয়ল্	যোগেশ্বরী	সিংহাচলম্
ভেরুল	যোধপুর	সুদামাপুরী
মঙ্গলগিরি	রণকপুর	সূর্যনর্ কোয়িল্
মঙ্গলুর্	রাজগির	সেতুবুলম্
মণ্ডি	রাজবলহাট	সোমনাথপুর
মথুরা	রামটেক	হম্পি
মদুরৈ	রামেশ্বরম্	হুবো
মদ্দায়	লখুন্ডি	হরিদ্বার
মহানদ	লক্ষ্মেশ্বর	হরিহর
মহাবলিপুরম্	লেপক্ষী	হলেবিড়
মহিষুর্	শান্তান কোট্টৈ	হানায়-কোণা
মাদ্রাজ	শিবসাগর	হালিশহর
মার্ডোল	শুচীন্দ্রম্	

: বিক্রেতাদের জন্য :

বিক্রেতারা শতকরা পঁচিশ টাকা কমিশন পাবেন। কমপক্ষে বিশ খানি পত্রিকা নিতে হ'বে।

অর্ধেক টাকা অগ্রিম পাঠাবেন।

অবিক্রীত সংখ্যা ফেরত নেওয়া হয় না।

চিঠি লিখলে আকর্ষিক এজেন্সির নিয়মাবলী পাঠানো হয়।

If you are interested

IN EATING GOOD

Come to

AM B E R

FOR YOUR FOOD.

A M B E R

11, Waterloo Street,

Calcutta.

বিজ্ঞাপন বিচিত্রা

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩৯ সাল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভের পূর্ববর্তী মার্চ মাস।

সারা কলকাতায় শিহরণ পড়ে গেছে! তিনদিন ধরে পূব আকাশের গায়ে, বিকেলের দিকে, জমাট ধোঁয়ার মতো কি একটা বস্তু মালার আকারে পাক খায়! মাঝে মাঝে তার ভিতর থেকে হাউই গোছের একটা জিনিস সবেগে উঠে যায়। কিছুটা গিয়ে সেটা আবার ধোঁয়ার মালা হয়ে পাক খায়।

বহুজনের মন্তব্য শোনা যেতে লাগলো—ওটা জাপানীদের কৌশল। মারাত্মক কোন বিষবাষ্প ছেড়ে দিয়ে গেছে নিশ্চয়ই!

কারও কারও মতে—ওটা একটা জ্যোতিষ্ক, সম্ভবতঃ ধূমকেতু জাতীয়। যাই হোক কলকাতায় তখন দারুণ আতঙ্ক। পৃথিবীতে শিগ্‌গিরই একটা ভয়ঙ্কর কিছু যে ঘটতে যাচ্ছে এই আশঙ্কাকে ওই ধূম্র-কুণ্ডলীর আবির্ভাব বেশ জোরদার করে তুলেছিল। বিশেষ করে তারই কয়েক মাস আগে 'চেতাবণী'র প্রচার হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত ঐ ধোঁয়ার রহস্য ঘুচলো। খবর পাওয়া গেলো যে, ওটি সুবিখ্যাত পীয়ার্স সাবান প্রস্তুত কারকের বিজ্ঞাপন মাত্র!

আমরা যে যুগে বাস করছি তা' বণিক্ প্রভাবিত, বণিকবুদ্ধি পরিচালিত। বণিকের আয়ুধ বিজ্ঞাপনের তাই এক বিশেষ স্থান আছে এইযুগে। আর সেই কারণেই নিত্য নূতন বিজ্ঞাপন অস্ত্রের সৃষ্টি ও প্রচলন আমরা দেখতে পাচ্ছি।

এক একটি বিজ্ঞাপনের কৌশল, অভিনবত্ব এবং আবেদন সত্যই অসামান্য। পণ্য, পণ্যের প্রস্তুত-কারক বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেই শুধু নয়, ব্যক্তি সম্বন্ধেও প্রচার বা বিজ্ঞাপনের বেশ চলন হয়েছে।

দৈনিক সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা ওলটাতেই দেখলেন.—'বিদেশগমন: অমুকের পুত্র অমুক উচ্চ শিক্ষার্থে অমুক স্থানে যাত্রা করিলেন।'

এটি ওই বিশেষভাবে জ্ঞাপন করা বা বিজ্ঞাপনই তো!

তারপরের পাতায় দেখলেন, বড় বড় হরফে,—'নূতন টেলিফোন নম্বর; আমাদের গ্রাহকবর্গকে জানানো যাইতেছে যে, সুবিখ্যাত ···এর প্রস্তুতকারক মেসার্স্ এর বর্তমান টেলিফোন নম্বর···।'

একটি ছায়াছবি হয়তো সবেমাত্র আপনি দেখে এসেছেন। অথবা, মনে করুন যেদিন মুক্তি পেলো বা রিলিজ হলো সেদিনই আপনি দেখে এসেছেন। অথচ, তার পরের শুক্রবারটি বাদ দিয়ে তারপরের শুক্রবারের সংবাদপত্র খুলেই দেখলেন,—'সগৌরবে চতুর্দশ সপ্তাহ।' আপনি তো থ! এ কোন দেশী গণনা রে বাবা! বুঝতে পারেননি তো?

ওর অর্থ, ছবিখানি সাতটি হাউসে দেখানো হচ্ছে, তাই দু'সপ্তাহের সাতগুণ বা সাতটি হাউসের দ্বি-সাপ্তাহিক গুণফল হলো চৌদ্দ সপ্তাহ!

তারপরে দেখুন,—'আমাদের সুবিখ্যাত অমুক দ্রব্যের প্রচুর চাহিদা দেখিয়া প্রতারকগণ নকল প্রস্তুত করিয়া···' ইত্যাদি।'

অনেকেই কিন্তু সেই সুবিখ্যাত দ্রব্যটির নামই শোনেননি। তা' নকল হচ্ছে জেনে দ্রব্যটির অস্তিত্ব ও খ্যাতি জানতে পারলেন।

হোটেলের বিজ্ঞাপন তো অনেক দেখেছেন:—'attached bath, 24 hours tap water, beautiful

lounge, roof-garden' ইত্যাদি বিশেষণগুলো শহরে যাঁরা বাস করেন তাঁরা অল্প-বিস্তর জানেন। দক্ষিণ ভারতের হোটেলে, রেস্তরাঁয় একটু বাড়তি বিশেষণ থাকে। তা হলো,—Brahmin's Hotel, Brahmin's Lunch Home, Brahmin's Coffee Corner.

সরকারী দপ্তরে একবার ঘুরে আসুন।

সাহেবদের কামরাগুলোর সামনে দিয়ে যাবার সময় কি দেখলেন? দরজার আঁটা ফলকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, ভিতরের রাজপুরুষটির সঙ্গে দেখা করবার পূর্বমুহূর্তে আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে আপনি শ্রীঅমুক চন্দ্র ভট্টাচার্য বি. এ. বা শ্রীঅমুক চন্দ্র রায় M. A.-র সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছেন। অর্থাৎ, আপনি যাঁর দর্শনপ্রার্থী তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি সম্বন্ধে পূর্বাহ্নেই একটা আভাস নিয়ে যেতে আপনাকে প্রভাবিত করা হচ্ছে।

দরজির দোকানের সাইন্ বোর্ডে কতই না ঘোষণা থাকে। —'আপনাকে যেমনই দেখতে হোক না কেন, এই টেলারিংয়ের পোশাকে ঠিক এইরকম দেখাবে'—এই ঘোষণার তলায় আছে ছবি। ছবিটি হয়তো হলিউডের কোনও অভিনেতার। অতএব আপনাকেও ওইরূপ দেখতে লাগার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু সবাইকে বোধহয় টেক্কা দিয়েছে এক তেলুগু দরজি। তার দোকানের সাইন্ বোর্ডে লিখেছে,—God makes man : Tailor makes gentleman'

বই কোন প্রসাধন দ্রব্য অথবা চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় কিংবা দর্শনীয় বস্তু নয়। তবু, তারও বিজ্ঞাপন চাই। কি রকম মলাট, কি কাগজে ছাপা তার ফিরিস্তি এবং লেখকের চেয়ে ভূমিকা বা মুখবন্ধ কোন বিখ্যাত ব্যক্তি লিখেছেন সে সম্বন্ধেই সাড়ম্বর, সুদীর্ঘ বিজ্ঞাপন।

বইয়ের বিজ্ঞাপনে সবচেয়ে কুশলী বোধহয় নোট্ বইয়ের প্রকাশকরা। কতজন এই নোট পড়ে কি ফল পেয়েছে, সাজেশনের কতগুলি প্রশ্ন বিগত পরীক্ষায় এসেছিল, এসব তো আছেই, উপরন্তু দু'একজন আরও এগিয়ে গেছেন। তাঁদের বিজ্ঞাপন থাকে,—By Prof : .....Talukdar, Author of Notes on...ইত্যাদি। খোঁজ করলে কিন্তু ঐ বিশেষ Prof : Talukdar কে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও পাওয়া যাবে না।

বাজার-চালু নিকৃষ্ট-মানের কোনও একটি বস্তুর অনুরূপ একটি বস্তু আপনি অতি প্রকৃষ্ট পন্থায় তৈরি করেও হয়তো বিজ্ঞাপনের কৌশল অভাবে চালাতে পারছেন না। আপনি অনেক চিন্তা করেও খুঁজে পাচ্ছেন না যে সবচেয়ে ভাল কাঁচা মালমসলা দিয়ে তৈরি করেও কেন আপনার সামগ্রীটির চাহিদা সৃষ্টি করতে পারছেন না! আপনার কেমিষ্ট হয়তো ভেবে ভেবে জীর্ণ হয়ে পড়েছেন।

আপনার ঐ সমস্যার এখুনি সমাধান ঘটাতে পারেন। আপনার বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকারক অর্থাৎ প্রচারবিদ্‌কে জিজ্ঞেস করলেই তিনি বলে দেবেন যে, আপনার প্রস্তুত দ্রব্যটিতে একটি জিনিসের সংযোজন প্রয়োজন। প্রয়োজন, একটি বিশেষণের আর তা হলো, —Plus 'y'-90। অর্থাৎ, আপনাকে প্রচার করতে হ'বে, আপনা উৎপাদিত বস্তুটিতে আছে Plus 'y'-90। ব্যস্!

বেবীফুডের বিজ্ঞাপন তো কতরকম দেখেছেন। দু'একটির কথাও সম্ভবতঃ আপনার মনে গাঁথা হয়ে গেছে। যেমন, —Nearest approach to mother's milk ইত্যাদি।

কিন্তু সবচেয়ে অভিনব ঘোষণাটি কি বলুন তো?—

পারলেন না তো।

সেই ঘোষণাটি হলো,—Pre-digested।

বিজ্ঞাপনে, সাইন বোর্ডের লড়াই দেখেছেন? দেখেন নি? বড় বাজারের কলাকার ষ্ট্রীট্ ধরে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীটের দিকে চলতে থাকলে কিছুদিন আগে পর্যন্ত ডান-হাতি একটা দোকানের নাম দেখতে পেতেন, Governor of Sarees। আর তারপরেই, Viceroy of Sarees!

ব্যবসায়ীর দেওয়া বিজ্ঞাপনে যেমন সাধারণ মানুষ বহুক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হয় তেমনি বিজ্ঞাপন দাতাকেও বিভ্রাটে পড়তে হয় কোন ক্ষেত্রে বিশেষে।

ছোটবেলায় শোনা একটা গল্প মনে পড়ে—

পাড়া-গাঁ থেকে এক মোড়ল কলকাতায় এসেছে। সঙ্গে যা কিছু বেচা টাকা। কলকাতার মজার বাজার অনেক জিনিস কিনে ফেলেছে। হঠাৎ সন্ধ্যাবেলায় কালীঘাটের এক দোকানের দিকে তার নজর পড়লো। দোকানটার চোখ ধাঁধা এক কাঁচের বাক্সে একটা আলো জ্বলছে আর নিশ্চয়ে দেখে এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করে জানলো, ওতে চশমার বিজ্ঞাপন দিয়েছে। লেখা আছে,—এখানে চশমা নইলে আপনিও অনায়াসে পড়িতে পারিবেন। মোড়ল তো আহ্লাদে আটখানা! সঙ্গে সঙ্গে চশমার দোকানে ঢুকে সামনের শো-কেসে সাজানো একখানা রঙীন চশমার দাম জিজ্ঞেস করেই ঝপ্ করে টাকা ফেলে দিয়ে চশমা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

পরদিন সেই চশমার দোকানের সামনে ভিড়। মোড়ল যা মুখে আসে তাই বলে চশমার দোকানের মালিককে গালাগালি দিচ্ছে। কারণ, সে বিজ্ঞাপনের মোহনাযায়ী ফল পায়নি। সে চশমা লাগিয়ে শত চেষ্টাতেও পড়তে পারেনি।

আসলে রহস্য এই যে মোড়ল নিরক্ষর।

বছর কুড়ি আগে এক সাবান প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান প্রচার করলেন যে, তাঁরা যে কোনও সময়ে টেলিফোন ডিরেক্টরি থেকে তাঁদের ইচ্ছামতো একটা নম্বরে টেলিফোন করবেন। অপর প্রান্তে যিনি ধরবেন, তিনি যদি কথা বলার আগে টেলিফোন ধরেই বলেন I like Jai Soap তাহ'লে তিনি পুরস্কার পাবেন।

জনৈক ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। তিনি অ্যাম্বুলেন্স-এ ফোন করলেন। অপর প্রান্ত হ'তে উত্তর হলো,—I like Jai Soap !

যান্ত্রিক পরিষদ্

পর্যটক এবং পর্যটনে উৎসাহদাতাদের একটি সংস্থা

সভাপতি শ্রীবটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
পর্যটন বিশেষজ্ঞ

সহ-সভাপতি ডঃ শ্যামচাঁদ দে
বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ও পর্যটক

শ্রীকনক সরকার
বিশিষ্ট পর্যটক

সম্পাদক শ্রীনীলাদ্রি শেখর বসু
যান্ত্র-বিদ্যার অধ্যাপক ও পর্যটক

কোষাধ্যক্ষ শ্রীলক্ষ্মী শংকর
ক্রীড়াবিদ্ ও পর্যটক

উপদেষ্টা শ্রীমিহির কুমার মুখোপাধ্যায়
বিচারপতি (অঃ), বর্ধমান।

'যান্ত্রিক' পত্রিকার

মূল্য :

প্রতি সংখ্যা—'৫৫ পয়সা

বার্ষিক—৬'০০ পয়সা

সডাক—৬'৬০ পয়সা

ভাকযোগে টাকা পাঠাবার ঠিকানা

শ্রীবিজয় কুমার সিংহ

C/o, যান্ত্রিক পরিষদ্,

৫৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

• ভ্রাম্যমাণের চিঠি

সবিনয় নিবেদন,

আহ্‌মদাবাদ থেকে লিখছি ।

আজ ২৩শে জানুয়ারি, ১৯৭৪ সাল। দু'দিন হলো এই শহরে এসেছি।

রেলষ্টেশনের সামনে থেকে শুরু হয়েছে মিলিক্ রোড্। ওই রাস্তাটি ধরে ফার্লঙ্‌টাক এগোলেই হ্যাপি হোম্,—লজিঙ্ হাউস্। আমি উঠেছি হ্যাপি হোম্-এ। খানা খাদ্যি কাছেরই একটি হোটেল, অশোকে। দু'টাকায় অর্ধ-থালি। এখানের যা অর্ধ-থালি আমার তাতে পূর্ণ-উদর। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা বেশ ভালই করে ফেলেছি।

সুন্দর শহর আহমদাবাদ, অন্ততঃ আমার তো খুবই ভাল লাগছে।

নগরটির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে চমৎকার এক জনশ্রুতি আছে। সুলতান আহমদশা একদিন সবরমতী নদীর তীরে বেড়াচ্ছিলেন, সঙ্গে তাঁর পোষা কয়েকটি কুকুর। নদীর ধারে ঘুরছিল কতকগুলি খরগোস। তারা সুলতানের কুকুরগুলিকে দেখে ভয়ে পালানোর পরিবর্তে তাদের আক্রমণ করলো। ওই বিস্ময়কর কাণ্ড দেখে সুলতান বুঝলেন স্থানটি দৈবানুগ্রহ বিশিষ্ট। তাই ওখানে তিনি রচনা করলেন আহমদাবাদ শহরটি, ১৪১১ খৃষ্টাব্দে।

আজ সকাল সাতটায় বেরিয়ে পড়েছিলাম নগর দর্শনে। প্রথমে গেলাম রাণী সিপ্রি মসজিদে। শহরের আশ্‌টোরিয়া দরওয়াজার কাছেই মসজিদটি। হিন্দু স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত এই মস্‌জিদটির কারুকার্য অতি সূক্ষ্ম।

ওখান থেকে আধমাইল হেঁটে পৌঁছলাম মানিকচক বাজারে। বাজারের দিকটায় বিরাটাকার জমা মস্‌জিদ। মস্‌জিদের গায়ে, পূর্বদিকে, নগরের প্রতিষ্ঠাতা আহমদশা'র সমাধি,—আহমদশা রোজা।

সমাধিটি দেখে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলাম তিন ফার্লঙ্‌ডের মতো দূরে, লাল দরওয়াজায়। ওর কাছেই একটি বাগানের মধ্যে ভাঙ্গায় সিদি সৈয়দ মসজিদ। স্থানীয় জনসাধারণ বলেন —ঝালি দরওয়াজা। মস্‌জিদটির পশ্চিমদিকের দেওয়ালে রয়েছে দুটি অর্ধচন্দ্রাকার জালির কাজের তুলনা নেই। পাথরের মোটা চাদরকে এফোঁড় ওফোঁড় করে শুধু জালি কাটা। তার মাঝে লতা-পাতার নকশা সৃষ্টি নিঃসন্দেহে এক অনুপম ভাস্কর্য-কীর্তি। লাল-দরওয়াজা থেকে বাসে চেপে গেলাম দিল্লী চক্। চক্ থেকে মিনিট দশেক চলে পৌঁছলাম বিখ্যাত হাতী সিং মন্দিরে। এটি জৈন মন্দির। ১৮৪৮ সালে কেশরী সিং হাতী সিংহ নির্মাণ করেছিলেন এই অপূর্ব কারুকার্য

খচিত মন্দিরটি, জৈন তীর্থংকর ধর্মনাথের নামে।

ধর্মনাথের [illegible] এলাম এলেক্ট্রিশনের বাসই [illegible] গাড়ী বদলে গোমতীপুরের টোপি মিলের ক [illegible] নামলাম।

বাঁ-হাতি একটু যেতেই এলো বাজ-বিবি মস্‌জিদের হিন্দুয়া মিনার। দুটি মিনারের একটির কিছুটা অংশ পড়ে গেছে। অপরটি অটুট। তবে সবচেয়ে উপরতলার একটি জায়গায় ধাক্কা দিলে মিনারটি দুলতে থাকে! এরূপ বিস্ময়কর স্থাপত্য-কৌশলের দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখিনি।

বিরাট শহর আহ্‌মদাবাদ। যেদিকে তাকানো যায় চোখে পড়ে মিল আর মিল। পনরো আনাই কাপড়ের। ওগুলির ধোঁয়ায় এখানের আকাশ দিনরাত ধোঁয়াটে মেঘলা। এ ধোঁয়ার মেঘ অবিশ্রান্ত বর্ষণটি করে যাচ্ছে মিলের মালিকদের ঘরে। তাঁদের গৃহিণীরা ওষ্ঠাধর লিপ্‌ষ্টিক্-লাঞ্ছিত করে, দেশী বিদেশী সাজপোষাকে জমকালো হয়ে, বিদেশী কায়দায় ঘর-সংসার পরিপাটি করে তুলতে কি ছোটাছুটিই না করছেন! ওঁদের দেখলে গরীবি যে এদেশ থেকে হটে গেছে সে সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহই থাকে না।

ওঁরা হচ্ছেন ইংরেজীতে যাকে বলে 'ক্রীম্ অব্ দি সোসাইটি।' ওঁদের বৈভবে আহমদাবাদ ভারতবর্ষের বড় বড় শহরগুলোকে হয়ত অনেক বিষয়ে পিছনে ফেলে যেতে পারবে। সঠিক কোন কোন বিষয়ে তা বলতে পারবো না। তবে একটি বিষয়ে আহমদাবাদ যে সর্বাগ্রগণ্য সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

তার স্বর্গ-বর্ষী মিলের ধোঁয়ার নীচে, মিল-মালিক শ্রেষ্ঠী গৃহিণীর বাড়ীর সমুখ দিয়ে, মোটরগাড়ীর গা ঘেঁষে মহিষ, বলদ, ঘোড়ার সঙ্গে পাশাপাশি মালবোঝাই গাড়ী টেনে চলেছে এখানের দরিদ্র মেয়ে, বউরা!

এটিই আহ্‌মদাবাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য।

নমস্কারান্তে,—

আপনাদের জ্ঞাত্যমান প্রতিনিধি।

—: পর্যটন সম্পর্কিত :—

যে কোনও বিষয়ের রচনা সাদরে গৃহীত হ'বে। অবশ্য, প্রকাশ করণ সম্পাদকমণ্ডলীর বিবেচনা সাপেক্ষ। কোনও রচনাই যেন ফুলস্-ক্যাপ্ কাগজে পাঁচ পৃষ্ঠার বেশি না হয়। পত্রাকারে আপনার ভ্রমণ-কাহিনীর অভিজ্ঞতাও প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন।

রাজতরঙ্গিণী

কল্হন্

কাশ্মীর রাজ্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট নাম—রাজা জয়পীড়।

মহাপ্রতাপ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের পৌত্র, জয়পীড়। তিনিও ঠাকুর্দা ললিতাদিত্যের মতো বীর ও রণকুশলী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

একবার তিনি হিমালয়-রাজ্য নেপাল জয়ের বাসনায় বেরিয়ে পড়লেন। বিশাল সৈন্য-বাহিনী নিয়ে শত শত ক্রোশ অতিক্রম করে তিনি নেপালের সীমানায় প্রবেশ করে এগিয়ে চলতে লাগলেন তার অভ্যন্তরে। আশ্চর্যের কথা, কেউই তাঁকে বাধা দিতে এলোনা।

নেপালের রাজা অরমুরি জয়পীড়কে তাঁর রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করতে দেখেও ইচ্ছাকৃত ভাবেই তাঁকে বাধা দিলেন না। জয়পীড়ের সুবিশাল বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ-সমরে লিপ্ত না হয়ে অন্যভাবে তাদের নিশ্চিহ্ন করার এক পরিকল্পনা করেছিলেন অরমুরি। তাই তিনি চুপচাপ রইলেন।

জয়পীড়ের সৈন্যরা এগোতে এগোতে একটি নদীর ধারে এসে উপস্থিত হলো। এমন সময় অপর পারে অরমুরির কিছু সৈন্য তাদের চোখে পড়লো।

যুদ্ধ-লিপ্সু জয়পীড় এত পথ অতিক্রম করে এসেও শত্রুর দেখা না পেয়ে খুবই বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে ছিলেন। কাজেই শত্রু-সৈন্যের দর্শন পাওয়ামাত্র তাদের আক্রমণ করার আদেশ দিলেন। কিন্তু নদী পেরিয়ে কিভাবে আক্রমণ চালানো যায়? জয়পীড় তখন সৈন্যদের বললেন, নদীর জল কোথায় হেঁটে পার হওয়ার মতো কম তা খুঁজে বের করতে এবং সেখান দিয়ে নদী পেরিয়ে শত্রু-সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে।

নদীর ধার দিয়ে চলতে চলতে সত্যই ঐরূপ অগভীর একটা জায়গা পেয়ে জয়পীড় ও তাঁর সেনারা তা পেরোবার জন্য জলে নামলেন। হাঁটু-গভীর জলে তাঁরা সহজেই নদীর মাঝামাঝি গিয়ে পড়লেন। অমনি হঠাৎ প্রচণ্ড বন্যা এসে জয়পীড়ের সৈন্যদের ডুবিয়ে দিলো। জয়পীড়ও জলে পড়েছিলেন কিন্তু অরমুরির সৈন্যরা তাঁকে জল থেকে তুলে চামড়ার তোলায় চাপিয়ে অপর পারে নিয়ে গিয়ে বন্দী করলো।

বন্দী জয়পীড় বুঝতে পারলেন যে, নদীর ঐ বন্যা অরমুরির সৈন্যরাই সৃষ্টি করেছিল একটি বাঁধের মুখ খুলে দিয়ে।

অচিরেই নেপালী সৈন্যরা তাদের রাজার কাছে জয়পীড়কে নিয়ে গেলো। কালগণ্ডকীর তীরে একদুর্গে জয়পীড়কে বন্দী করে রাখার আদেশ দিলেন অরমুরি।

তাঁর কারাগারের প্রহরীরা এতই নির্দয় যে চন্দ্র সূর্য পর্যন্ত দর্শন করতে দিতনা জয়পীড়কে। কাজেই সেখান থেকে পালানোর কোনও পরিকল্পনা করাও সম্ভব ছিল না জয়পীড়ের পক্ষে। তার উপর পাশেই খরস্রোতা কালগণ্ডকী নদী, —যা পেরনো তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তাই জয়পীড় জীবনের সকল আশা ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

ওদিকে দু'একজন সৈন্য, যারা দৈবক্রমে রক্ষা পেয়েছিল, তারা দেশে ফিরে মন্ত্রী দেবশর্মাকে দুঃসংবাদ দিল।

তৎকালে সারাদেশে এমনই অবস্থা ছিল যে রাজা বিপদে পড়েছেন জানা মাত্র অথবা, তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে মন্ত্রীরা সিংহাসন অধিকার করে বসতেন।

কিন্তু দেবশর্মা ছিলেন অন্য মানুষ।

দেবশর্মার পিতা মিত্রশর্মা ছিলেন ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের অমাত্য। তাঁর সুনামের যোগ্য উত্তরাধিকারী দেবশর্মা।

জয়পীড়ের বন্দী হওয়ার সংবাদে প্রথমে তিনি মোহ্যমান হয়ে পড়লেন। তারপর রাজাকে যে কোনও উপায়ে মুক্ত করে আনার চিন্তায় মগ্ন হলেন। অচিরেই তিনি বেশ কিছু সৈন্য নিয়ে নেপালের পথে যাত্রা করলেন।

কালগণ্ডকীর তীরে যেখানে জয়পীড়ের কারাগার তারই অপর পারে চাষী, কাঠুরিয়া, তীর্থ-যাত্রী ইত্যাদির ছদ্মবেশে সৈন্যদের স্থাপনা করে তিনি অরমুরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং পরদিন এক গোপন বৈঠকের ব্যবস্থা করলেন।

অরমুরির পক্ষে একমাত্র জয়পীড়কে বন্দী করা ছাড়া আর কিছু লাভ করা সম্ভব হয়নি। তাই গোপন বৈঠকে দেবশর্মা যখন জানালেন যে, জয়পীড়ের এক বিশাল গুপ্ত-ধনাগার আছে যা তিনি নেপালাধীশের হাতে তুলে দিতে চান তখন অরমুরির আনন্দের সীমা রইলো না। কিন্তু দেবশর্মা পরক্ষণেই বললেন যে, সে ধন-ভাণ্ডারের সঠিক স্থান কোথায় তা তার রক্ষক সৈন্যাধ্যক্ষের কাছ থেকেও জানা সম্ভব নয়। একমাত্র পথ হচ্ছে জয়পীড়ের সঙ্গে কথা বলা ও কৌশলে স্থানটি জেনে নেওয়া। আর তা তিনি করতে চান স্বয়ং।

অরমুরি হৃষ্টচিত্তে ওই প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং দেবশর্মাকে দিলেন জয়পীড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি।

পরদিন কালগণ্ডকীর কূলে সেই দুর্গের কারাকক্ষে বহুদিন পরে দেখা হলো দেবশর্মা ও জয়পীড়ের।

কাশ্মীর-রাজের মলিন দেহ, ভগ্ন-হৃদয়, বিমর্ষ মূর্তি দেখে দেবশর্মা ব্যথিত হলেন। বন্দী রাজার মনে প্রথমে শক্তি-সঞ্চার প্রয়োজন জেনে দেবশর্মা তাঁকে বুঝাতে লাগলেন যে, তিনি ইচ্ছা করলেই নিজেকে ঐ দশা থেকে মুক্ত করতে পারেন।

বিষণ্ণ-চিত্তে কথাটিকে একেবারেই অবাস্তব ও অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিয়ে জয়পীড় চুপ করে বসে রইলেন। অসম্ভব এই কারণে যে, সশস্ত্র কারা-রক্ষীদের পরাভূত করে পালাবার উপযুক্ত সাহায্যকারী তাঁর নেই এবং অস্ত্রও নেই। কাজেই পালানোর কথা চিন্তা করাও বাতুলতা।

দেবশর্মা তখন জয়পীড়কে জানালেন যে, তিনি যদি একটু সাহস সঞ্চয় করেন তাহলেই নিজেকে মুক্ত করে স্বদেশে ফিরে যেতে পারবেন।

: কিরূপে? — প্রশ্ন করলেন কাশ্মীর-রাজ।

দেবশর্মা বললেন: মহারাজ, আপনার কক্ষের গবাক্ষের নীচ দিয়ে প্রবাহিতা নদী। আপনি গবাক্ষ-পথে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে অপর তীরে গিয়ে উঠলেই আপনার সৈন্যরা আপনার সঙ্গে মিলিত হবে।

আপনার জলের পাম্প্, থেকে
জল চোয়ানো প্রতিরোধ করতে

PACKWEL

গ্ল্যাণ্ড্ প্যাকিঙ্ ব্যবহার করুন

ইউনাইটেড্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল
অ্যাণ্ড্
ইঞ্জিনীয়ারিঙ্ কোং

২৭।২-ডি, ষ্ট্রাণ্ড্ রোড, কলিকাতা-১

গ্রাম : Softhard ফোন : ২২-৮১০৩

: কিন্তু নদী পার হবো কি প্রকারে? —প্রশ্ন করলেন জয়পীড়।

: কেন?

: খর-স্রোতা এই নদী বায়ু-পূর্ণ চামড়ার ভেলা ছাড়া পেরনো সম্ভব নয়।

: বেশ তো, তাই করবেন। চামড়ার ভেলার সাহায্যেই অপর পারে যাবেন।

: কি বলছো তুমি! ও জিনিস পাবো কোথায়?

: আমি দেবো।

: তুমি দেবে! কোথায় পাবে? কখন দেবে?

: আপনি দু' দণ্ড অপেক্ষা করলেই পাবেন। তার আগে বলুন, আপনি নিজেকে মুক্ত করবেন এবং পালাবেন?

: হাঁ। শুধু পালাবোনা, ফিরে এসে সম্মুখ-যুদ্ধে ভীত, নীচ-কৌশল অবলম্বনকারী এই অবমুরিকে সমুচিত শিক্ষা দেবো।

দেবশর্মা বুঝতে পারলেন, রাজার পূর্ব চেতনা ও আত্ম-প্রত্যয় ফিরে এসেছে।

তখন বললেন: মহারাজ, আমি চললাম। দু' দণ্ড পরে আপনার পাশের খালি ঘরটিতে ঢুকবেন এবং দেখবেন বায়ু-পূর্ণ ভেলা রাখা আছে। একটি মুহূর্তও নষ্ট না করে ভেলাটি নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেবেন ও অপর তীরে চলে যাবেন।

জয়পীড় সম্মত হলেন, —দেবশর্মা চলে গেলেন।

দু' দণ্ড অতিক্রান্ত হ'লে দেবশর্মার নির্দেশানুযায়ী সংলগ্ন কক্ষে ঢুকে জয়পীড় হতভম্ব হয়ে গেলেন। নিজের চোখকে প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারলেন না, তাই বারবার চোখ রগড়ে দেখলেন যে, তিনি ভুল দেখেন নি তো। না,—একই দৃশ্য প্রতিবার! তিনি দেখলেন, দেবশর্মা গলায় কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন!

যখন তিনি দেবশর্মার আশ্বাসে আবার বাঁচার চিন্তা, মুক্তির চিন্তা করছিলেন তখনই কিনা দেবশর্মা এই কাজ করলেন!

মৃতের কাছাকাছি হ'তেই রাজার চোখে পড়লো মৃতের বস্ত্রে রক্তের লিখন, —'মহারাজ, কিছুক্ষণ আগে শ্বাস-রোধে আমার মৃত্যু হয়েছে। আমার এই দেহ বায়ু-পূর্ণ, —বায়ু-পূর্ণ ভেলারই সমান। আপনি অনায়াসে এই শবের সাহায্যে নদী পেরোতে পারবেন। আমার উরুতে কাপড়ের ফালি বাঁধা আছে, তার সঙ্গে আপনার উরুদেশ বেঁধে নেবেন তাহলে স্রোতে শবটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে না। আমার এ কাজের উপযুক্ত পুরস্কার অবশ্যই আমি চাই, মহারাজ! সে পুরস্কার হলো, আপনার এখান থেকে সফল পলায়ন ও কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তন। বিদায় মহারাজ!'

জয়পীড়ের দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়লো অশ্রু-ধারা। স্বগত বললেন: মন্ত্রী দেবশর্মা! তোমার রাজা চিরদিন তোমার পরামর্শ গ্রহণ করে এসেছে। আজ তোমার শেষ নির্দেশও তার শিরোধার্য বন্ধু!

তারপর শবের সাহায্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কালগণ্ডকীর জলে।

• সম্পাদক দায়ী নহেন

মাননীয়া বিভাগীয় সম্পাদিকা,
'যাত্রিক' কলিকাতা-১২
সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের নির্দেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী দক্ষিণ ভারত এবং গোয়া ভ্রমণ করে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। নির্ভুল আপনাদের দেওয়া প্রতিটি তথ্য, বিশেষ করে যান-বাহনের যোগাযোগ ব্যবস্থার তালিকাটি। কোথাও এতটুকু সময় নষ্ট হয়নি।

আপনাদের পত্রিকার প্রচার ও প্রসার কামনা করি। ইতি—

ভবদীয়
অজিত ভট্ট
কলিকাতা-৬

বিভাগীয় সম্পাদিকা সমীপেষু,
যাত্রিক পত্রিকা, কলিকাতা-১২

মাননীয়া মহাশয়া,

আপনার নির্দেশ মতো কাশ্মীর বেড়িয়ে এলাম। অপূর্ব আপনার করে দেওয়া ভ্রমণ-সূচী কোথাও কিছুমাত্র কষ্ট পাইনি।

শুভেচ্ছান্তে,
অপূর্ব দত্ত
শিবপুর, হাওড়া-২

এই উৎকণ্ঠার দাম কি অনেক বেশী নয় ?

পাকস্থলীর এই যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি, এই অপরাধ-বোধ এবং যদি তখন ধরা পড়ার দুশ্চিন্তা— অযথা এই দুর্ভোগ কেন ? শুধুমাত্র একটি টিকিট কেটে স্বচ্ছন্দে ও নিরুদ্বেগে ভ্রমণ করতে পারেন। বিনা টিকিটে ধরা পড়লে গুরুদণ্ড—পুরো ভাড়াতো দিতেই হবে এবং সেই সঙ্গে কমপক্ষে দশ টাকা জরিমানা। আর, যদি গ্রেপ্তার হন, তা'হলে, ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা তিনমাস পর্যন্ত কারাদণ্ড।

টিকিট কিনে নিরুদ্বেগে ভ্রমণ করুন

পূর্ব রেলওয়ে

YĀTRIK

Magh 1380 B.S.

55 Paise only

আপনার পণ্যের

উপযুক্ত প্রচারের

জন্য

★

★

★

যাত্রিক

অনন্যা এক মাসিক পত্রিকা

শ্রী বিজয় কুমার সিংহ ও শ্রী শ্যামচাঁদ দে

মাঘের পরিমণ্ডলের সঙ্গে শ্রীযুক্ত ... থেকে কলিকাতা ... থেকে মুদ্রিত

এবং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আপসিক কার্যালয়ঃ যাত্রিক

...শন, ৪১৩১--।